মঞ্জীর

রচনায় ও সঙ্কলনে
শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশনে
শ্রীশিশিরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২২বি, নলিন সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৪

চিত্রণে
শ্রীদ্বিজেন সরখেল
দিনহাটা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬১

মুদ্রাকর
শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা—৬

দাম ৩৸০

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের

করকমলে

আসানসোলের

রুদ্ধ-কবাট ও উৎপাটিত-প্রাচীর

দিনগুলির স্মরণে

যেখানে হয়ত এই কবিতা-লতার বীজ মানস-লোকে

ভাসমান ছিল

মৃত্তিকার সন্ধানে

দিনহাটায় অবস্থানের সময় মনের উদ্যানে যে কবিতাপুঞ্জ ফুটিয়াছে তাহার কিছু সংগ্রহ ইহাতে আছে। গ্রাম্য পথে চলিতে চলিতে লোকগীতির যে সৌরভ আকৃষ্ট করিয়াছে সেই কুসুমরাজিরও কিছু চয়ন ইহাতে রাখিয়াছি।

পুনশ্চ—যে সকল সুহৃদের নাম করা এখানে উচিত ছিল, পাছে তাঁহাদের নাম টানিয়া আনিলে পুস্তক-প্রচারের অপকৌশল হিসাবে ভ্রম হইতে পারে, সেই ভাবিয়া এই যাত্রায় নিরস্ত রহিলাম

দিনহাটা,
কোচবিহার।

মনসিজ

সূত্র

নহি নহি নহি একা
পথ যত হ'ক বাঁকা
নাহি করি ভয়
শুধু এক জন্ম নহে
গেছে শত জন্ম ব'হে
দুর্মদ নির্ভয়
তারা মোর আগে পাছে
আগুলিয়া রহিয়াছে
করি লব জয় ॥

মে ১৯৫১

মধুবাস

শত সুর শত গন্ধ গান কত মধুচ্ছন্দ
জাগিয়াছে পুষ্পসম প্রতিপদপাতে,
রঙের চশ্‌মা পরি হেরেছি রঙীন পরী
যেখানে হেসেছে আঁখি নব আঁখি সাথে
সন্ধ্যা শুধু সোনা-ঢালা রঙে রঙে রঙ্গিলা
নহে তাহা আঁধারের আগমনী গান ;
দেখি নাই কাল নিশি আঁধারেতে মেশামিশি
হেরিয়াছি রাতে রবি আলোভরা তান।
পুষ্প হতে পুষ্প চুমি' না ছুঁয়ে কঠিন ভূমি
মন-পাখী উড়িয়াছে চপল চঞ্চল
শুধু সুর সুখে মেশা ছড়ায়েছে প্রাণে নেশা
উড়েছে আবেশ-রাঙা পুলক-অঞ্চল।
তুষারের স্বর্ণ-আলো নয়নে লেগেছে ভাল
স্বর্ণচূড় হিমাচলে হেরিয়াছি খালি
উতরোল দিবানিশি তরঙ্গে তরঙ্গে মিশি
শুনিয়াছি সমুদ্রের শত করতালি।
শুধু শত বর্ণ-মেলা শুধু চল গতি-খেলা
সহস্র মনের আঁখি করিয়াছে পান
যেথা আছে মধু-বিন্দু সুখের চরম ইন্দু
শুষিয়াছে শত জিহ্বা তীব্র লেলিহান।

মধুবাস

এরোপ্লেনে আছি যেন　　　　বাতাসের অঙ্গ হেন
　　মেঘের গালিচা আছে পদতলে লীন
বেদনার লেশমাত্র　　　　কটুময় তিক্ত পাত্র
　　ধরার চিহ্নিত বাণী হেথা অতি ক্ষীণ।
বক্ষমাঝে নাহি লেখা　　　　নাহি ফেলে কভু রেখা
　　কাহারও বিষাদ-বাণী কিছু অশ্রুধার
পুলকের হিল্লোল　　　　মনে তুলে কল্লোল
　　অকারণ মঞ্জু সুর ভরে বীণাতার ॥
জীবন কাটিছে মম　　　　সুখের পায়রা সম
　　কখনও ভাবি নাই কাটিবে যে নেশা
হেনকালে মৃদুবাস　　　　করে মন্দ পরকাশ
　　ধীরে ধীরে অতি চুপে বাতাসেতে মেশা।
'স্যুইটপী' গোছা কত　　　　বাতাসের বাষ্প মত
　　ছড়াইল অতি ক্ষীণ গোলাপী সুবাস।
মন করে আনচান　　　　গেল টুটি খান খান
　　মনের সরস যত মধু পরিহাস—
সহসা বেসুরো বোল　　　　মনেতে তুলিল গোল
　　আঁখি কেন ভারাতুর অশ্রুবাষ্প সনে,
গলায় উঠিছে ঠেলি'　　　　ব্যথাময় ডেলাডেলি
　　ফেলে-আসা দিন যেন টানিছে পিছনে;
স্মৃতির আরশি ঝাঁপি　　　　উঠিতেছে কাঁপি কাঁপি
　　জলভরা দুটি আঁখি বেদনা-করুণ,
শুধু এক নিশি ফাঁকে　　　　'স্যুইটপী' ঝাঁকে ঝাঁকে
　　আঙিনায় ছিল ফুটে মদির-তরুণ।

মঞ্জীর

বাতাস তুহিন-হিম শুধু গন্ধে রিম ঝিম
তাও অতি মিঠা বাসে ছোঁয়া নাহি যায়।
তারি মাঝে এলে কাছে বাতাসের পাছে পাছে
ঘন নীল দুটি আঁখি কে ভুলিবে হায়!
আঁখিতে চুমিনু আঁখি নয়ন লইল চাখি'
সেই রূপ-মধু-কলি নিমিষে নিমিষে
তুমি শুধু নিয়া হাসি কাছেতে দাঁড়ালে আসি
না কহিলে কোন কথা পুলকের শীষে॥
আসে বাস মনোরম ধূপে ছোঁয়া ধোঁয়া সম
পড়ে মনে দুটি আঁখি সোহাগ-অরুণ।
সেই আঁখি হানাহানি দেয় আজি হাতছানি
এত দূর পথ পারে গরল-করুণ॥

জানুয়ারি ১৯৫২

হৃদয়-বরষা

উদেছিল ছোট মেঘ এক
মনের সাহারা চুমে' ॥
না ছিল প্রত্যাশা আশা
না ছিল নিরাশা
তবু এক নীল মেঘ এল উঠি'
বাসনার চক্রবাল ছেদি',
ঘন বাষ্পে ভরা,
কঠিন তুহিন হিম,
ঘেঁসাঘেঁসি মেশামেশি বারিকণা—
একক, একাকী নহেক তবু
পাশাপাশি গলাগলি,
হাতে হাতে ধরা,
অন্তরের অন্তরঙ্গ টানে
বাঁধা শুধু,
সূত্রে গাঁথা মণিমালা সম
প্রেম বিদ্যুতের ॥
তিল তিল বিন্দু বিন্দু
কামনার অলক্ষ্য ক্ষরণে,
চেতনার সীমার বাহিরে,
না-পাওয়া বেদন-তাপে
অন্তরের রক্তবহ্নিজ্বালে,
আকাঙ্ক্ষার অদেহী বাণী।
যারে কভু দেখি নাই

মনের সন্ধানে ;
শুধু যাহা ছিল লীন
হৃদয়ের মাটির তলায়।
বুঝি নাই কী যে সুর,
কি যে গান সুধাভরা,
কি যে গন্ধ অতি সুমধুর,
নয়নের চন্দন-অঞ্জন
মন-আঁখি অন্ধ-করা,
চেতনার অবলুপ্ত স্তরে
যে বাসনার সূক্ষ্ম জিহ্বা
শিকড়ের লুতাতন্তু সম
ঘন ঘন হেনেছিল
সর্পিল ছোবল
এল আজি আচম্বিতে
সেই মায়া
চক্ষে পরি'
অজানার ইঙ্গিত-কাজল ॥
ফেলে ছায়া
সুস্নিগ্ধ কোমল
একখানি মেঘ ছোট
রূপে আলোকরা
ঘনশ্যাম সুকৃষ্ণ নিবিড় ॥
আসিবে যে ছিল না ক আশা
না আসিবে ছিল না হতাশা
তবু এলো
রূপে মনোহর

অভিরাম
মন-আঁখি-চোরা
নয়নেতে জাগে আশা-আলো
প্রত্যাশার জাগিছে দুরাশা।
কি বাণী
লইল আনি'
কি সুধা
হানিবে দানি'
মোহ ভরা
কি বা জ্বালা ধরা!
গেল মিশে
দুই অগ্নি
থর থরি' কাঁপিল মেদিনী;
নিঃশব্দ বিদ্যুৎ-বহ্নি
বিদারিল নীরদের জালে
অন্তরের বজ্র
বেদনার
মূরছিল
সেই সুরে॥

অধরেতে লাগে বারিকণা
হেরি এযে অতি চির-চেনা
শাশ্বতের সেই তান
বিরহের জ্বালাভরা গান।
যারে চাহি
সে চাহে না ফিরে,

মঞ্জীর

ফিরে ফিরে গাঁথিলাম মালা
প্রতি নিশি শুখায়ে যে যায় !
নহে এত মিঠা বারি
বরষার নহে এ'ত জল
এ যে অশ্রু
বেদনার আপন প্রকাশ ॥
যে তাপে
রচিয়াছি মরু
হৃদয়ের বসুন্ধরা ভরি'
বিরহের সুরে সুরে ভরা
সেই গীতি ঝরিতেছে শুধু ।
সেই ভাল,
সেই মোর মধু,
সেই মোর চির-চাওয়া বঁধু ॥
হান অশ্রু
শোণিতের পরিস্রুত জল
হান প্রাণে
বিরহের তৃষা
আমারই সে গড়া মেঘদল
আমারই সে হৃদিরক্তপেষা
সে কি কভু পারে ভুলাবারে
আমারই সে পরাণের গীতি !
শুধু এক ছোট মেঘ এল
মন-মরু আবেশ-বিহ্বল ॥

১।৬।৫২

চিত্র

১

আউশের জমি নিড়াইছে
কোমরেতে বাঁধা নেঙটি
কামলা দুই চারি জন।
গৃহবধূ আঙিনায় রত গৃহকাজে
পরণে গামছা শুধু
টাঙাইছে তামাকের পাতা
গুচ্ছ গুচ্ছ করি' বাঁশে বাঁধা দড়ির সেতুতে।
নগ্ন দেহ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে
ঢিল মারে বয়েড়ের গাছে ॥
বুড়ী ধর্লা!
নাম বটে ঠিক
নাহি স্রোত,

তাও উঁচু নীচু
কোথা উঠিয়াছে
যেন ধরিবারে আকাশের তারা,
কোথা বা নামিয়া গেছে বহু নীচে
যেন খুঁজিবারে মায়াময় মহীরাবণেরে।

অকস্মাৎ
ছড়া নামিয়াছে
ভরা জল সুশীতল নাহি তল
গ্রাসিবারে পারে ভূমণ্ডল,

ফাঁকে ফাঁকে পাকে পাকে
খয়েরের কাঁটাব্রণভরা বন
পুণ্ডীবাড়ী
ঝাঁপি অঞ্চলের ফাঁকে ॥
এরি মাঝে তুলিতেছে তান
কোকিলের সপ্তস্বরা সুর,
পিউ কাঁহা পাপিয়া ডাকিছে
পাশাপাশি বসিতেছে ঘুঘু
মাছরাঙা মাথা ডুবাইল
বৃত্ত আঁকি জলের উপর,
কাদা জলে চলে মাছ ধরা
বাঁধি আল জলের কিনারে
নেংটা ছেলে করে দাপাদাপি
জননী সে পোলো আছে চেপে ॥

চৈত্র মাস,
এরি মাঝে চড়া রোদ উঠিয়াছে।
জঙ্গলেতে উঠিতেছে ধূম
দিল পোড়া বনতুলসী বনে।
চলে বধূ নদীঘাটে,
ঘাট বলো তারে, নাই বা বলিলে,
পায়ে পায়ে বালিপথ ধ্বসে নেমে যায়,
তবু আনে জল,
নহে ছল
হেরিবারে প্রাণের বঁধুরে,
তৃষ্ণার আনিতে বারি

নহে তাহা প্রেমতৃষা
শ্যামের বাঁশরী তরে,
নহে তাহা
নব ঘন নীল মায়া হেরিবার লাগি' ॥

২

আষাঢ়ের শেষ হয়ে এল—
নামিয়াছে বাদলের ধারা
তারি স্বচ্ছ রৌদ্রদীপ্ত ফাঁকে
কাটিতেছে আউশের ধান
কোষ্টা কাটিতেছে
নেঙটি-ধারী কামলার শ্রেণী।
গোছা গোছা
ফলিয়াছে ধান
নহে ধান, লক্ষ্মীর কঙ্কণ
কাঁচা মাটি পাকা হয়ে ফলায়েছে সোনা।
তামাকের দর নামিয়াছে
পাটের সে চড়া দাম নাই
তবু ভাল 'বিতৃ' ধান ঘুচাইবে দুখ
ভরা গালে 'খাতি' পাব
চারি মাস চলে যাবে সুখে।
অদূরেতে কাল আঁখি হানি'
হাসিতেছে আমনের সুঘন বিছন।
তুলিতেছে কলরব
হাসের ছানারা আসি'
ক্ষুদে ঠোঁটে কাটিতেছে আউশের শীষ।

চলে যায় হাট বার।
যায় যাক্
নাহি তাড়া আর বেচিতে তামাক।
নাহি রুচি
চিবাইতে খড়ের গাদিরে,
কত খাবে আর
বাঁকা নেত্রে চাহে গাভী
হেলাইয়া অলস পুচ্ছেরে॥

৩

পুনরায়
নামে বারি।
নাহি ছেদ বর্ষণের জালে,
নিরন্ধ্র মেঘের ফাঁকে
ঝলসিছে বিদ্যুতের হাসি,
দেওয়ানীর নাহি তাড়া
আছে মাঠে পাকা ধান তবু,
কাল মেয়ে আছে ঝুঁকে
কপালেতে ঝুলিতেছে সোনার টিকলি
ঘরের
নহেত পরের মেয়ে,
আছে থাক্
নেবো তুলি সযতনে কোলেতে করিয়া
সময়ের হলে অবকাশ॥

বুড়ী ধর্ণা
কেন যেন রাগে রোষে উঠিল ফুলিয়া।

মানের কি নাহি শেষ !
সেই শীর্ণা লোলচর্মা ভগ্নকটি
কী সুধাতে
নবীনা সাজিল
যৌবন কি আসিল ফিরিয়া !
পাকে পাকে 'হানা' জাগিতেছে
'কুরা' দেখা দিল কেন খয়েরের বনে ?
গাই বুঝি আছে মাঠে
'নাই ছাড়্', দে আগল গোয়ালের মাঝে
ঘরে ডাক ঘরের ছাওয়ালে
ছিপ হাতে মাছ মারা তরে
সাজে নাক ঘোরাফেরা আর ।
নাহি শব্দ
নাহি রুদ্র আক্রোশের প্রবল স্ফুরণ
ধাপে ধাপে অতর্কিতে নৈঃশব্দ বিস্তারে
সুগোপন পদ সঞ্চারিয়া
আসিল উঠিয়া
ফুলিয়া উঠিল জল
ভাসাইল ত্রিপাদ মেদিনী ।
এই জানু, এই কটি, বক্ষেতে লাগিল ছোঁওয়া
নহে এত প্রেম আলিঙ্গন
নহে ইহা প্রেয়সীর সুতপ্ত সোহাগ
মর্ম-পেষা হৃদয়ের ফেনিল উচ্ছ্বাসে
তবু ইহা
মর্মভেদী হৃদয়ের কঠিন পেষণ
সুকণ্ঠের সুনিবিড় প্লাবনের কণ্ঠ নিষ্পেষণ ॥

কোথা কে যে গেল
কোথা কে যে এল
কোথা কিছু বুঝা নাহি যায়,
কোথা ছড়া, কোথা হানা, কোথা ধর্না,
কোথা বোআ জমি
কোথা সেই সযতনে গাঁথা
গোছা গোছা আউশের আঁটি
স্বর্ণ-শীষ লক্ষ্মীর কঙ্কণ,
'কোষ্টার জাগ' ভাসি যায়
কে তাহারে রাখে ?
যারে ধরা নাহি যায়
কে তারে ধরিবে !
চোখে চোখে রাখি যারে
সে যে খালি পলাইয়া যায়
চোখে হানি'
উপেক্ষার ধূলি
পদে দলি' অপেক্ষার আশা
যারি তরে বাঁধিলাম হিয়া
সে ত বাঁধা মানিল না হায় ॥
শুধু এক পলকের মাঝে
শুধু এক আঁখির নিমিষে
যেথা যত হাসিকান্না ছিল
মিলে মিশে এক হয়ে আসে,
যত দ্রুত এল বারি-রথ
গেল চলি তত তাড়াতাড়ি
শুধু এক প্রলয়ের হাসি

আচম্বিতে
অট্টহাস নিয়া
হেসে গেল সর্বনাশা হাসি
স্তব্ধবাক্ রুদ্ধশ্বাস ধরা
শিহরিল বার বার ত্রাসে।
বেহুলার বাসক শয়ন
ভরে গেল কালকূট বিষে
মনসার উপজিল গান
সনকার অশ্রুবীণাতারে॥

১৯।৭।৫২

উদয়

যে সুরে গান হয়নি সাধা
যে কাহিনী হয়নি বলা
জাগায় মনে ব্যাকুল ব্যথা
সেই রাগিণী শোণিত-গলা
ভোরের বেলা অরুণ আলো
বেসেছে মোর নয়ন ভালো
অমানিশার অন্ধ কালো
জাগায়নি ক ফাঁসীর নেশা
ধরণীর এ কোমল মাটি
বসন্তেরি রঙের হাটি
ভুলিয়ে দিয়ে ভুলের টাটি
পরাণ ছিল আবেশ-মেশা ॥
হায়রে তবু এ কিরে গোল
মনের বীণে বেসুরো বোল
আঁখির জলে আঁখি পাগল
জাগিছে দুখ পরাণ-দলা
আসলে বুঝি জীবন-বঁধু
তোমার তরে বেদন-মধু
হৃদয় দহি' ঝ'রছে শুধু
উদিছে গান মরম-ডলা ॥

৭।৫৩

খেলা

দানিলে ব্যথা দিলে বেদন
আশা-তরুরে করি' ছেদন
হরিলে হাসি হানি' রোদন
এ কি মায়া তব কেমন ছলনা।
সুখের ভারে কথা না সরে
চুমিলে আঁখি আঁখি-অধরে
বিবশা হিয়া মূরছি' পড়ে
অনিঠুর তব নিঠুর পীড়নে ;
শিহরে চন্দ্র তপন তারা
ছন্দে ছন্দিল মন-মন্দিরা
দেহ-তটিনী- তরঙ্গ-ধারা
নাচিল তাণ্ডবে মধুময় রণে।
সে সুর মন্ত্র ছেদিলে আসি'
চকিতে হানি' শাণিত অসি
দয়িত বঁধু! রোদন হাসি
তব খেলা শুধু, নহে কি বল না ?

১৬।৭।৫৩

৩

উপেক্ষা

যাবে যদি চলিয়া
লবে গলে, বলিয়া
কেন গেলে দলিয়া—
গাঁথা মালা যতনে!

প্রেমছলে ভুলায়ে
চোখে আঁখি বুলায়ে
মন মম দুলায়ে
কেন মিছে মোহিলে

কেন আঁখি মেলায়ে
মন কলি ফুটায়ে
মৃদু-গুন গুনায়ে
সুর মায়া গাহিলে!

জ্বলিতেছে যে হিয়া
তুষানলে দহিয়া
কত ছলি বহিয়া
ছুঁড়ে ফেলা রতনে॥

২০।৭।৫৩

অনাবরণ

ঘুমে ঢুলু ঢুলু　　দুটি নয়ন-পাখি
সোহাগ-আদরে　　তারে জাগালে না কি !
যে দীপ　　গৃহকোণে
জ্বলেছে　　সঙ্গোপনে
আনিলে প্রাঙ্গণে　　তারে কেমনে রাখি !
ভাঙিলে　　ঘুম ঘোর
টুটালে　　কান্নাডোর
রাখিলে না মোর　　কিছু গোপনে ঢাকি' ।
নিদয় নিঠুর　　নাহি কিছু যে বাকি
কেন আসি বল　　তবে সকলি ফাঁকি ॥

২১।৭।৫৩

কণ্টকহার

নিখিলের বক্ষ হতে বক্ষপুটে
যে রোদন দিয়েছ ছড়ায়ে
সে কি তব গান নহে ?
যে অশ্রু পড়িছে ঝরি'
বিন্দু বিন্দু করি'
শত আঁখি হতে
মর্ম-ছেঁড়া ক্রন্দনের আকুল বর্ষণ
সে যে তব কাননের ঝরা ফুল
ঝরিছে অজস্র ধারে
তব পদপ্রান্তে
দিনান্তে নিশান্তে
অবিরাম।
অভিরাম
খেলা তব হে প্রিয় আমার!

ছিনু চুপে একান্ত নিরালা আপনার গৃহকোণে
কী যে রূপ দেখি নাই
জাগে নাই কোন আশা।
যে প্রেম ঘুমায়েছিল
হৃদয়ের শতদল মাঝে

সহস্র দলের তলে চুপে
চন্দন-কাষ্ঠের মাঝে মধুগন্ধ সম
বারে বারে আঘাতিয়া
কঠোর কোমল
তাহারে কেন যে শুধু করিলে বাহির
জ্বালাইলে চিত্ত মম
প্রদীপের শলিতার সম।
কোথা হতে আচম্বিতে দিলে যোগ
প্রেমের ইন্ধনে।
ঝটিতে খুলিয়া গেল ইন্দ্রিয়ের নবদ্বার।
কি আলো জ্বালিলে!
হৃদয়ের নয়নেতে কি শিখা জ্বলিল?
যে সুর শুনিনি কানে
যে রূপ দেখিনি প্রাণে
লেহি লেহি শত জিহ্বা দিয়া
সানন্দে করিনু পান
সেই গান মধুচ্ছন্দা
রূপ শত আঁখি মোহকরা।
ওরে এ কী আলোর জোয়ার
বন্ধ নদী দিল ভাসাইয়া।
পরাইলে প্রেমের অঞ্জন
অন্ধ দুই নয়নেতে মোর।
পরাণে জাগালে আশা
দেহ-বীণ উঠে ঝঙ্কারিয়া
সুরের তরঙ্গ তুলে মনের মন্দিরা।

জাগিয়াছে পুলক আকুল
নাহি বুঝি
কিবা ব্যথা
কিবা সুখ
দিবারাত্রি গিয়াছে মুছিয়া
সুকঠোর অঙ্গুলি-টঙ্কারে তব
বীণাতন্ত্রী হৃদয়ের ছিঁড়ে বুঝি ছিঁড়ে
মন-পাখি উড়িয়াছে
দুরন্ত ঝড়ের আগে
প্রেমের আকাশে !

তবু কেন
দেখি যে সহসা
পুঞ্জ পুঞ্জ আসে মেঘ
ঘন-নীল পক্ষ সঞ্চরিয়া
সঞ্চারিয়া আশার ইশারা
কেন হয় অন্ধকারে লীন ?
অকরুণ
এ যে তব নিঠুর তামাসা !
শুধু আলো শুধু হাসি
শুধু ভালবাসাবাসি
তৃণ-পত্রে শিশিরের ফোঁটা।
বিরহের অনির্বাণ জ্বালা
ক্রন্দনের অবিচ্ছিন্ন সুর
দোলা দেয়
প্রাণের দোলকে
হৃদয়েতে নীল বিষ ঢালে।

কণ্টকহার

ব্যথার সে পরম বিষণি
তীব্র দাহ চরম রোদন
লব আজি
অন্তরের মণিকোঠা খুলি'
আনিয়াছ সযতনে মহাদান
কালকূট ভয়াল মহান।
আজি মোর বাসক শয়নে
দাও তব কণ্ঠহার কণ্টকে গ্রন্থিত
অশ্রুফুলে গাঁথা তব নির্মম কঙ্কণ
নিবিবন্ধ ক্ষণে ক্ষণে শিথিলিয়া যায়
তীব্রবিষভরা ভুজঙ্গমে বাঁধ তারে রজ্জু করি
অন্তরের
বেদনার
শোণিত-চন্দন-পত্রলেখা
আঁকিও উরোজে!
প্রিয় যাহা
তোমার চিহ্নিত যাহা
তারি তরে প্রাণ মম উন্মুখ অধীর
হোক্ তাহা কুলীশ-কঠোর॥

২৮।৭।৫৩

অবহেলা

ঘুমভাঙা আঁখি কারে
খুঁজিতেছে সযতনে
ঘুমায়ে ছিনু যে সুখে
অকাতরে আনমনে।
হেলায় চিকুর বাসি
কপোলে উরোজে আসি
পড়েছিল রাশি রাশি
অলখে চুমিলে তারে
প্রেমভরা দুনয়নে
আধফোটা মন-কলি
মধুভারে ঢলি' ঢলি'
ছিল আশে মধু-অলি
ফুটালে তাহারে আসি
গুন্‌গুনি' সে কেমনে!
আপনি না দিয়ে ধরা
ধরিলে যে তনুমনে
কেন পুন গেলে চলি'
হেলাভরে অযতনে॥

২৮।৭।৫৩

রঙ্গ

গাঁথি' মালা আঁখি-জলে
গলে কার দিব ব'লে
ছিনু বসি' কুতূহলে
আশাপথ চাহিয়া।

না শুখাতে ফুল-ইন্দু
ঘাসেতে শিশির-বিন্দু
উথলিয়া হৃদিসিন্ধু
এলে মরু বাহিয়া।

বুঝা নাহি গেল রীতি
গেলে চলি' দ্রুত গতি
দিনু যবে সুধা গীতি
প্রেম রসে নাহিয়া।

না বুঝিনু কি যে রঙ্গ
যবে দীনা তনু ভঙ্গ
সাদরে দানিলে সঙ্গ
কর মম চাহিয়া

৩০।৭।৫৩

পূরবী

কোন্ প্রভাত বেলা
হাসি' মরম-খেলা
ধীরে বসালে মেলা
ধরি' হৃদয়-করবী।
কেন করিনু হেলা
তব কুসুম-মালা
প্রেম-আগুন-জ্বালা
মধু পরাণ-সুরভি।
আশা-নিরাশা-মেশা
মিছে কাজের নেশা
মোর ভুলাল দিশা
হায়, নীরব গরবি!
পাখি-ফেরার-সাঁঝে
হৃদিমরুর মাঝে
শুনি ব্যাকুল বাজে
আজি বেদন-পূরবী॥

৬।৮।৫৩

নিকট দাহ

ছিলে যে দূরে　　　সুদূর পুরে
গানের সুরে　　　ভাসি' একাকী।
চোখের ভাষা　　　জাগায়ে আশা
আঁকিল খাসা　　　প্রেম-লেখা কি!
দূরের মায়া　　　ফেলিয়া দূরে
আসিলে ফিরে　　　মনের পুরে,
প্রেম-বলাকা　　　কাঁপিছে ডরে
নিকট-দাহে　　　দহিবে না কি?

৭।৮।৫৩

সত্য-রূপ

শুনিয়াছি চিরদিন 'সত্য' বড়, অমলিন
সুন্দরের চিন্ময় বিকাশ
সত্য নাকি শিব শুধু সুন্দরের লয়ে মধু
করিছেন অশিব নিকাশ।
পড়িয়াছি পাঠশালে কোন দিন কোন কালে
সত্য ছাড়া মিথ্যা নাহি ক'বে।
পিতা মাতা গুরুজন আকি' দিয়া সুলিখন
সত্য তরে ছাড়িলেন ভবে।
হায় সত্য কে অসত্য কিবা তব নিজ স্বত্ব
এ কথা কে করিবে প্রচার ?
কাহারে সুন্দর বলি' শিব চলে গলাগলি
নাহি জানি বিচারাবিচার।
আমি যে দেখেছি ভাই নিজ চক্ষে, ভুলি নাই
থর থর কাঁপা ভীরু আঁখি
জননী সে অবহেলে নিজমেয়ে দিলে তুলে
নর-পশু নিল চাখি' চাখি'।
নহে জঠরের অন্ন কামময় ঘৃণ্য ক্লিন্ন
ইন্দ্রিয়ের আরাম আশ্বাস
শুধু তুষিবার লাগি' মেদময় দেহ দাগী
কাম-শিবা শ্বসিতেছে শ্বাস।

সত্য-রূপ

পরের অন্নের তরে যে কুকুর ছিল পড়ে’
পথ পারে পাতি দিয়া বুক
ধরার সর্পিল পথে উঠিয়া বিজয়-রথে
সেই হানে দম্ভের চাবুক
সেই ভোলে পূর্ব-কথা মর্ম-ছেঁড়া নিত্য ব্যথা
সন্ধানিছে সন্ধানী বন্দুক
কোথা আছে ভীরু পাখী ডানাতে শাবকে ঢাকি’
হানো তারে উজারি’ সিন্দুক।
কুরুক্ষেত্র এত নহে ধর্ম-রণ কে যে কহে
চোরা বাণে সামাল সামাল!
নাহি অভিমন্যু বীর যারে ঘেরে সপ্তবীর ;
শিশুরক্তে নাচিছে শৃগাল।
শুনহে জানকীপতি তব গাথা কিম্বদন্তী
পুথী মাঝে বাঁধিয়াছে বাসা,
জাননা কি পার্থ-বঁধু তব গীতি গান শুধু
শূন্য-কায় ভাষা দিয়ে ঠাসা।
গাণ্ডীবের ঋজু বোল হৃদয়ে তোলে না দোল
অর্থের টঙ্কার শুনি কাণে
অসত্যের বাঁকা হাসি ভুবনে ভাসিছে আসি
অন্ধ ধরা সুরহীন তানে।
শোভিতেছে স্বর্ণচিত্র রামকৃষ্ণ সুধানেত্র
বহু দামী চারু ফ্রেমে আঁটা
আধুনিক ভব্যতার ফ্যাসন্ সে সভ্যতার
ভণ্ডামীর ফন্দী দিয়ে সাঁটা।
নাহি দিবা কাল নিশি অন্ধ করে দশ দিশি
সত্য বুঝি বলিব না তারে ?

যে তরঙ্গে আছি ভেসে সে যে মিথ্যা বলি কিসে
মিথ্যা যদি সত্য বলি কারে !
ধরা যদি মিথ্যা হয় মিথ্যা কি গো সত্য নয়
কেন হেরি মিথ্যার আকাশ
তমোময় উপচার প্রকৃতির উপহার
সুন্দরের জঘন্য প্রকাশ ?
নাহি বুঝি কিবা সত্য যাহারে দেখি যে নিত্য
সেই সত্য, মিথ্যা তাহা নয়
শুধু রচি' রূপকথা ছলিবে মনের ব্যথা
একি তব সত্য পরিচয় !

৭।৮।৫৩

সাধ

সুধারসে ভাসিয়া
কেন ভাল বাসিয়া
মধু হাসি হাসিয়া
মন মম দলিলে!
প্রেম-আঁখি বুলায়ে
রবি-শশী ভুলায়ে
গলে মালা দুলায়ে
কেন পুন ছলিলে।
জাননা কি প্রাণ-প্রভু
চাহিনি করুণা কভু
নয়ন-সলীলে তবু
যাচিব না পরসাদ
এ বিরহ মালা করি'
ঝুলাব গলেতে—সাধ॥

২৪।৯।৫৩

মিলন

ছিনু পড়ি সরণীতে
ধূলি-ঢাকা ধরণীতে
কেন আস তুলি' নিতে
প্রসারিয়া দুটি কর
জাগিতেছে রবি ইন্দু
উথলিছে শত সিন্ধু
মন-বনে আলো-বিন্দু
ঝরিতেছে ঝর ঝর ॥
গেঁথেছিনু যত মালা
সযতনে সারা বেলা
নাহি ছুঁলে করি' হেলা
গেলে চলি দলি' মন।
নিভেছে আশার বাতি
আসিল আঁধার রাতি
আসিলে কুসুম গাঁথি'
আঁকি দিলে সুচুম্বন ॥

২৪।৯।৫৩

গড্ডালিকা

যায় রাত আসে দিন
শুধু নামগোত্রহীন
এক সুরে বাজে বীণ
অলস পাণ্ডুর।
শুধু খুঁটে খুঁটে খাওয়া
শুধু ফ্যাল ফ্যাল চাওয়া
শুধু ফিরে ফিরে পাওয়া
নেশাটি চণ্ডুর।
মনেতে নাহিক রঙ
জীবনে নাহিক ঢঙ
সেজেছি কেবল সঙ্
কালিতে বিকট
এস গো চলার সুর
শ্লথ গতি কর চূর
কর আজি মন-পুর
সহজ নিকট ॥

২৫।৯।৫৩

সন্ধ্যা

নিভিছে দিনের আলো
চোখেতে ঘনায় কালি
আশা-দীপ নিভে এল
মনেতে হুতাশ খালি!
কবে যে মেলেছি আঁখি
সে কথা স্মরণে নাহি
শুধু তব কাল আঁখি
দেখেছি যে চাহি চাহি।
বরষ এসেছে ঘুরে
বরষারে হাতে ধরি
দুখ-রাতি নামিয়াছে
আঁখিজল সাথে করি।
কভু ত হেরিনি তবু
তব ম্লান মুখ-ছবি
আশা-আলো দানিয়াছ
জ্বেলেছ নিশীথে রবি।
দানিয়াছ যত হাস
করিয়াছি উপহাস
তব আশা অভিলাষ
মনেতে রচেনি গীতি।

সন্ধ্যা

কত কথা কত হাসি
কত ব্যথা ফুলরাশি
রণিছে বেদনে আসি'
স্মরণ-বীণেতে নিতি।
জানি তব স্নেহপ্রীতি
চাহেনিক প্রতিদান
ধূপ সম দহি' দহি'
নিজেরে করেছে দান।
আজিকে দিনের শেষে
চোখেতে জমিছে কালি
মন-পাখী গাহিতেছে
তব নামে গান খালি॥

২৬।৯।৫৩

বিচিত্রা

এস হে নীরদ-কান্তি
এস এস হৃদি-মাঝে
পরাণ খুলি' আছি হে
লহ তুলে তব কাছে।
কত খেলা অকারণে
কত হাসি কত কথা
কিছু নাহি আছে মনে
শুধু জাগে গুরু ব্যথা।
কত রূপে ছলিবে হে
আঁকিতেছ কত মায়া!
কোলে নিলে মাতা রূপে
ছড়ালে যে স্নেহছায়া।
ক্ষীরধারা সুধাভরা
অধরে দিয়েছ ঢালি'
অফুরাণ স্নেহদীপ
যতনে রেখেছ জ্বালি'।
পুন দেখি প্রাণ-প্রিয়া
নয়নে নয়ন চুমি'
নিশীথে হরেছ নিদ
চরণে রাখোনি ভূমি,

বিচিত্রা

হৃদয়ে হৃদয় দিয়া
মোহভরা জাগানিয়া
বিষভরা বিষহরা
সুধাতে হয়েছ হিয়া।
সে লেখা মুছিলে হাসি'
এস এস নবাগতা
চাঁচর চিকুর নিয়া
হাস হাসি সুস্বাগতা!
ছোট হাতে ধরি' গলা
আধ ফোটা আধ ভাষে
আসিলে কোলেতে ঝাঁপি'
প্রেমনীরে আঁখি ভাসে।
কত রূপ কত খেলা
কত না আঁখির ভাষা
কত রূপে ভুলাইলে
পিয়াইলে সুধা থাসা।
হৃদয়ে আসিছে ঢুল
আঁখি-পাতা আসে বুজি'
কোথা হে কাজল-কান্তি
মরিতেছি খুঁজি' খুঁজি'॥

১৬।১০।৫৩
মহাষ্টমী

জোয়ার

কালের নদীতে বুঝি আসিল জোয়ার।
জীবনের মহীরুহ
দিনে দিনে ফেলিয়াছে পত্রের সম্ভার
সেই সে কালের স্রোতে
আমারই সে হাসিকান্না-আঁকা
আশা নিরাশায় মেশা
বাসনার রক্ত-রঙে-রাঙা
হতাশার পাণ্ডুর বরণে
বিরহের গৈরিক ছটায়
মিলনের সুতীব্র সবুজে।
সবই তার নহে জীর্ণ মৃত মীন-চক্ষুর আভাসে
নহে সবই দীর্ণ রিক্ত আয়ুশেষ পলিত গলিত শুধু
কিছু তার ঝরিয়াছে
তীক্ষ্ণ তীব্র দুরন্ত পবনে।
ছিঁড়িয়াছে কচিপাতা হৃদয়ের কুসুম-কোরক
ঝটিকার অঙ্গুলি আঘাতে
অকরুণ জীবনের সংগ্রামের রথচক্রতলে।
আমারই সে হেলাফেলা
অবহেলা
উদাসীন তুষার-শীতল স্নেহতাপহারা

হারায়েছে সতেজ বল্লরী
এসেছিল যাহা পুঞ্জ পুঞ্জ কুসুম স্তবক
লয়ে সাথে
খেতে দোল
মোর দৃঢ় শাখার আহ্বানে।
শুধু ছিল
মত্ত শত আঁখি সেই দূর দিগন্তের পানে
যেথা উঠে আলোর তুফান
প্রভাতে সায়াহ্নে রবিরশ্মিধারে,
দুপুরের মাতাল হাওয়ায়
বালুকণা যবে দিশাহারা
সূর্য্যের রজত-দীপ্তি শত-লক্ষ-ধারে
আকাশে ছড়ায়॥
প্রেমের কিশোর বীর
রথধ্বজে শত মীন আঁকা
করেতে কুসুম-শর
কামনার তীব্র রঙে রাঙা
সুদীপ্ত উষ্ণীষ শিরে
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের মানস-কুসুম
ছড়াইয়া পদতলে
হতাশের ব্যথিতের বিরহ-ক্রন্দন
বিজয়-শঙ্খের মাঝে
গোপনে লুকায়ে
অধরে বঙ্কিম হাসি মোনালিসা-আঁকা
নয়নে সুস্নিগ্ধ আলো
মরমের রক্ত-ঘৃতে-জ্বালা—

তখনো আসেনি মোর হৃদয়ের তোরণেতে
জয়তু জয়তু রবে ॥
শুধু ফেলি শাখা দীর্ঘবাহু
প্রসারিয়া পত্ররাশি গুচ্ছ গুচ্ছ প্রচুর বিশাল
চাহিয়াছি গ্রাসিতে গগণ।
কে যে এল বাহু প্রসারিয়া
কুসুমের গুচ্ছ দুলাইয়া
ভুলাইতে মন
দেখি নাই বুঝি নাই হায়!
ভীরু প্রেম জাগিল যখন
ধীরে ধীরে কামনার শতদল প্রস্ফুটিত করি'
দেখিলাম ধূ ধূ মরু জ্বলিতেছে চৌদিকে আমার।
আমারই প্রবল শ্বাসে
ত্রাসে সবে গিয়াছে ফিরিয়া
দিয়াছে যতনে তারা আপনার প্রাণরস
আমারে সে সঞ্জীবিতে ॥
আজি দেখি কালের জোয়ারে
সেই ছিন্ন পত্র, ঝরা ফুল
খসা-শাখা বল্লরীর বিশুষ্ক বিবর্ণ তনু
আসিছে ফিরিয়া ॥
পুরাতন দিনগুলি
বাঁধা ছিল কালের কারাতে।
একটি বাঁশীর সুরে
এক ফোঁটা অশ্রুপাতে
ক্ষণিক সুবাসে
অস্ফুট ক্রোন্দন-রোলে

জোয়ার

আধ-শোনা হতাশ্বাসে

বর্ণের ছটায়

দ্রুত চলে-যাওয়া নব কিশোরের চলন-ভঙ্গীতে

তরুণীর গ্রীবার হিল্লোলে

যৌবনের গর্বোদ্ধত পীনোন্নত প্রাচুর্য্য-স্ফীতিতে

বালকের হাসির হিন্দোলে

অক্ষমের সুতীব্র জ্বলনে

জরার স্খলিত ছন্দে

মরণের শীতল পরশে

কালের সে কারাগার খুলিল দুয়ার।

গিয়াছে যা স্রোতে হারাইয়া

আসিছে ফিরিয়া।

স্মৃতির সমুদ্রে আজি জাগিছে তুফান॥

কালেরে কে বলে মহাকাল!

অনন্ত ভাণ্ডারী সে যে।

রাখিয়াছে সযত্নে ধরিয়া

ফেলে-আসা দিনগুলি

খসে-পড়া অশ্রুর শিশির

স্মরণের মণিকোঠা মাঝে।

মাঝে মাঝে

অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে

ডালাখানি ধরে তুলে।

আজি সেই জোয়ার এসেছে

কালের নদীতে মম।

তনু মম রেখাঙ্কিত
দিবসের নিশীথের
পত্রগুলি যবে ছাড়িয়াছে শাখা মোর
রেখে গেছে শুষ্ক ক্ষত রেখা।

রেখায় রেখায় পড়ে টান
বেদনার মধুরসে হিয়া জ্বর জ্বর
অবশ শিথিল তনু
চোখেতে নাহিক ঘুম ;
বিস্মৃতির কুয়াশা ছেদিয়া
যে স্মৃতি উঠিছে জাগিয়া
তারই সোমরস পানে চেতনারে দিব বিসর্জন।

সধুম ফেনের রেখা যায় দেখা
তরঙ্গের শত-শীর্ষ-পরি
উদ্বেল উদ্দাম।

রাশি রাশি আসিতেছে ভাসি'
আবর্জনা শুষ্ক পত্র ভগ্ন শাখা যত
তারি পানে শত বাহু মোর
বলাকার পাখা মেলি'
যায় ছুটি উদগ্র আবেগে
আগ্রহের চঞ্চু ব্যাদানিয়া।

শোণিতের উদ্দাম কল্লোল
মর্মের কাণেতে আসি বাজে।

জীবনের মহীরুহ বুঝি গেল ডুবি'
জোয়ারের প্লাবনের তলে।

যেদিন জাগিবে পুন
চলে-যাওয়া প্রেয়সীর চুম্বনের
শত চিহ্ন সম
শাখার তনুতে মম
রহিবে তখন লাগি' খড়কুটা তৃণ বাসি
স্মরণের চন্দন-তিলক
কালের ভাণ্ডার হতে খসা
মূল্যহীন অমূল্য সম্পদ ॥

১।১১।৫৩

চলার পথে

স্নীল জলদ কায়
স্মরি' হিয়া মুরছায়
আঁখি ভাসে আঁখি-নীরে
তনু মন উপচায়।
দারুণ দুখের রাতি
নিভেছে আশার বাতি
কেহ ত চাহেনি ফিরে
কেবা হবে দুখ-সাথী !
তব রূপ মনোহর
ভয়াল ভয়ংকর
দেখেছি নিরালা পথে
অকরুণ সুকঠোর।
যেচে রণ নিলে আসি
ফিরায়ে দিলাম হাসি'
আজি দেখি আশা-রবি
উদিছে আঁধার নাশি'।
পথের চলার শেষে
তবু আঁখি-নীরে ভেসে
কহি যে তমাল-কান্তি
পুন দেখা দাও এসে॥

২৬।১১।৫৩

বিরহ যমুনা

বিরহ-তরী চলক্ চলক্
ঝুরিছে বারি ঝলক্ ঝলক্
কাঁদিছে হৃদী ছলক্ ছলক্
প্রেম-যমুনা-ধারে

দামিনী ফুরে চমক্ চমক্
অশনি হাঁকে গমক্ গমক্
বহিছে বায় দমক্ দমক্
মন-গগণ-পারে।

হিয়াতে হিয়া জনমে জনম্
আছে বাঁধন চরমে চরম্
লাগিছে টান পরমে পরম্
জোর বারেক বারে

কোথা দয়িত গেলে ছাড়িয়া
কোথা সজনী কাঁদিছে হিয়া
কাঁহা যে পিয়া কাঁদে পাপিয়া
জন্ম জনম তরে॥

২৬।১১।৫৩

মিলন সন্ধ্যা

আজি আসিয়াছে আশার সন্ধ্যা
মিলন-রাতি
ঘুচিল সকল নিরাশা-বন্ধ্যা
জ্বলিছে বাতি।

যে ফুল দেখিনি সুরভি শুধু
ভেসেছে বাসে
যে গান শুনিনি সুরের মধু
বাতাসে ভাসে
মন-বন-হরা পুষ্প-মানস
মধুপ লাগি'
ফুটিল, জাগিল চিত্ত-তাপস
ধেয়ান ত্যাগি'।
কায়াহীন গীতি মূরতি ধরে
নূপুর পরি'
অতনু হাসিল ধনুটি করে
মরি যে মরি!

হিমের অলক অলকনন্দা
স্বপন-বালা
উদিবে হাসিয়া উছল ছন্দা
জীবন ভালা।

মিলন সন্ধ্যা

দুরু দুরু বুক দোদুল হিয়া
শিহরে কায়,
নাচে আঁখি-পাতা মন-পাপিয়া
নাচিয়া গায়,

হৃদয় ঘিরিয়া আরতি-বাদ্য
বাজিতে বাকি
দেহের বেদীতে মোহন পাদ্য
রেখেছি ঢাকি'।

নিজ দেহ মোর করেছি শব
সাধিতে ধ্যান
হৃদয়-রুধির ঢেলেছি সব
নাহিক জ্ঞান

তব রূপ সুধা দিয়েছি জ্বাল
কামনা ঘটে
চোলাই করেছি আরক ঝাল
মনের তটে।

আসে সেই রাতি, মদির সন্ধ্যা
উছল ক্ষণ,
জাগিছে মালতী, রজনীগন্ধা,
উতল মন।

লীলা-সহচরী-বক্ষে নিচোল
পীন উন্মুখ
স্বর্ণ কলস কাঁপিছে নিটোল,
সলাজ মুখ,

তনু-তট-রেখা চল চঞ্চল
আকুতি-ভরা
ক্ষণে ক্ষণে খসে নীবি-বন্ধন
বাসনা-ঝরা,

দুটি আঁখি-তব সাগর-নীল
বিজলী-হানা,
অধরের কোলে কাজল তিল
ছিল যে জানা।

দেহের সুবাস আসিছে মন্দ
পশিছে কায়ে
নূপুরের বোল দোদুল ছন্দ
রণিছে বায়ে।

মিলনের ক্ষণে আঁখির ঠুলি
পড়িছে খসে
অধরের তটে অধর-তুলি
না দিব ঘসে,
আঁখির পাতাতে আঁখির চুম
দিব না আঁকি,'
ক্ষীণ কটি তব বাহুর ঘুম
দিবে না ঢাকি'।

যূপকাঠ সম দেহবল্লরী
করেছি দান,
লোহিত রুধিরে চিত্ত নিঙাড়ি'
দেনেছি মান।

মিলন সন্ধ্যা

আজিকে নিশীথে কদম্বমূল
কেশর-ঢাকা,
বাসর জাগিছে টগর গুল
চাঁদিনী রাকা।

রাখো শর আজি অতনু তব
তূণীরে তুলে,
নয়ন পড়ুক আবেশে নব
চরম ঢুলে।

কঠিন কোমল উরজে পীন
বদন রাখি'
বাঁধিতে পারিবে কেতন-মীন
মিলন-রাখি!

বাসর-শয়ন হবে যে সুরু
লাগিবে বেশ
হৃদয়ে শুনি যে আহ্বান গুরু
পথের শেষ।

মদির বিভোল বাসর-শয্যা
দিব না যেতে
এসো গো মরণ পরাও সজ্জা
রভসে মেতে।

মধুরাতি মম—চরম ক্ষণ
ললাটে আঁকি'
দাও গো বিদায়—শেষের রণ
রাখিনু বাকি।

মঞ্জীর

জাগুক বাসর মালতী বেল
রজনী গন্ধা,
মিলনের মালা নহেক ভেল্
এখনো সন্ধ্যা !

গলেতে দুলায়ে মন্দারমালা
বিদায় চাই
কবরীর ফুল সুরভি ঢালা
লয়েছি তাই।

৩০।১১।৫৩

নিজমনে

কহিতেছি মৃদু কথা কানে কানে আপনার মনে
মনের সে কানে ;
অস্ফুট কথার স্রোত যায় বহি
আন্‌মনে একমনে নিজমনে মনোসনে
নাহিক বিরাম।
চেতনার প্রথম বিকাশ
স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে
প্রভাতে উষার মত ধীরে, প্রস্ফুটিয়া
প্রথম প্রেমের মত সন্তর্পণে জাগিল সে মনে—
সেই সুরু বোনা এই কথার জালিকা।
প্রতি নিশি আনে শুধু তারি ব্যবধান
চৈতন্যের ক্ষণেক বিরামে,
শুধু পড়ে ফাঁক
আসে যবে কথা কহিবারে অন্য সব মানবসন্ততি।
দর্পণে হেরেছো মুখ,
দেখিয়াছ আপনার কায়া, কায়ার যা ছায়া ;
মনের দর্পণে আছি বাঁধা
অনুক্ষণ সারাদিন চেতনার সমগ্র ব্যাপ্তিতে।
নাহি ছেদ নাহি রন্ধ্র সে কথার মাঝে।
এক দেহে দুই আমি গাঁথিতেছি সারাক্ষণ
অনর্গল পরস্পরে কথার মালিকা।

সে কথার নাহি শেষ,
মধু তার কভু নাহি হতেছে নিঃশেষ।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মহেন্দ্রের সাথে বসি' ধীরে
চলিতেছি গজরাজ পরে
পারিজাত মালা দোলে গলে
এক সত্তা ইন্দ্র আর অন্য সত্তা ইন্দ্রাণী মধুর।
দু'ই বঁধু পাশাপাশি আছি বসে
কহিতেছি কত কথা অবিরাম।
পাহাড়িয়া নদী যায় ব'হে
তুলিতেছে কুলু কুলু ধ্বনি অবলা কথার ঢেউ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে মনের সে তট ;
একমন দ্বিধাভিন্ন চিন্তাধারাস্রোতে,
তবু গলাগলি হলাহলি।
মনে মনে বলা কথা মনে মনে আঁকা যত ছবি
মনের রসেতে ভাজা স্বাদু রসকদম্ব সকলি ;
কত যে বেদনামাখা তবু তাহা মধুর মদির
বাহিরিয়া আসিতেছে রক্তমণিস্রোত
সপ্তরাজভাণ্ডারের আদরের ধন
মনের মঞ্জুষা হ'তে মনেরেই করিতে অর্পণ।
রুধিবারে কেহ নাহি পারে
নাহি চাহি রুধিবারে দুর্বার সে তরঙ্গের ধারা।
চল বহি অন্তঃশীলা অন্তরের মন্দাকিনী মোর,
আন বারি রাশি রাশি সাহারার কিনারায়,
মিশরে ফুটাও
মনতটে যাও বহি কল বাণী নীল নদ মম॥

২৫।১।৫৩

চিরন্তনী

দ্বাপরের শেষ যামে
কুরুক্ষেত্র পুণ্য ধামে
অশ্ববল্গা ধরি বাম করে
কহিলেন প্রেমসিন্ধু
শ্যামতনু পার্থবন্ধু
বাণী পুণ্য মেঘমন্দ্রস্বরে,
কভু মধু মৃদু বোলে
কভু তূর্য্য-রণ-রোলে
প্রকাশিয়া বিচিত্র বৈভব,
লয়ে কাঁধে কর্ম ঝুলি
বিষয়ের মায়া ভুলি'
লহ জিনি পরম কৌস্তভ ॥
অনাসক্ত সেই বাণী
আনিলেন ধ্যানে টানি'
বুদ্ধদেব প্রশান্ত গভীর
শুধু ভিন্ন ছাঁদে গাঁথা
মুকুতার হেমলতা
ছন্দ ভেদ পরম কবির।
ছাড় বৃথা মোহ পাশ
কাম রাগ লোভ মাস
সর্বমায়া কর আজি দূর,
ত্যাগ মধু, মায়া মিছে
কম্বুকণ্ঠ গরজিছে
তিতিক্ষায় প্রবল প্রচুর ॥

সুধা-আঁখি করি নত
মৃদু ভাষে গদ গদ
ঝরিতেছে করুণার বারি
বদনে বিরাজে ইন্দু
ঘর্ম শোভে বিন্দু বিন্দু
চন্দ্র মাঝে চন্দনের সারি
ঘিরিয়া নরের কায়া
ঝলিছে দেবের মায়া
বলিছেন রামকৃষ্ণ ধীর
'ত্যাগী, ত্যাগী' বল সবে
তবে গীতা ধ্যান হবে
সর্বভাবে হবে তবে বীর॥
এক সুর বারে বার
মন্দ্রিছে বীণার তার
মায়া-হরা বাজে মন-বাঁশী
কেন তবে ভেদ তুলি'
দ্বিজাদ্বিজ ধুয়া খুলি'
খর অসি গলে ধর ঠাসি'।
ধরণীর ইতিহাস
ব্যথায় শ্বসিছে শ্বাস
দেখিলেও দেখে না ক আলো
শুধু জ্বালি' প্রাণ-শিখা
আঁকিয়ো সুচারু লিখা
বাণী চির বাসি যেন ভালো॥

১।৫৪

নূপুরের বোল

ঘামে-ভেজা দুরন্ত দুপুরে
খুলে ফেলি' মনের নূপুরে
চলিলাম সিতাই-এর পথে
চড়ি জীপ-রথে।
মাঠে মাঠে পড়ে গেছে থানা
ক্ষেত-নিড়ানিয়া দেয় হানা
আউশের ক্ষেতে
রাখি' রোদ পিঠে গাঁতায় গাঁতায় মেতে
উৎসাদিছে আগাছার দলে
কোষ্টার তলে!
ছোট ছোট এলুয়ার ফুলে
আলে আলে সাদা ঢেউ তোলে
সাদা মেঘ ছাড়িয়া আকাশ
জমা হয়ে ঢাকিয়াছে ঘাস
স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে সিধা দীর্ঘ রেখায় রেখায়

সাদা ডুরে দিয়াছে আঁকিয়া ধরণীর সবুজ সাড়ীতে।
বালুভরা নদীর পাড়ীতে
দূরে যায় দেখা
অসমান উঁচু নীচু রেখা
কামতেশ্বরের গড়।

ঘড় ঘড়
চলিতেছে জীপ
সুদীর্ঘ পথের মাঝে ক্ষুদ্র এক চলমান দ্বীপ।
মাথায় লোহিত চূড়া কক্ষে গোরচনা
শটীফুল করেছে রচনা
পথের দুধারে মায়া,
শূন্যগর্ভ শিশুবৃক্ষ এলাইয়া কায়া
পড়িয়া রয়েছে ধারে।

সারে সারে
রয়েছে দাঁড়ায়ে খয়েরের বাঁকাকাটাভরা গাছ।
অদূরে ধরিছে মাছ
অগভীর ছড়ার মাঝারে
মায়ে ঝিয়ে সাথে লয়ে কোলের ছাওয়ারে।
গৃহবধূ সচকিতে চায় ভিজা গায়ে তুলি ভিজা বাস
বাঁকা চোখে কৌতূহল ফেলিতেছে শ্বাস।

গাভীশিশু পাল্লা দিয়ে ছোটে
বাতাসের আগে আগে নাহি শ্রান্তি মোটে
মেলাইয়া ধ্যাননত আঁখি
রহিয়াছে থাকি
দড়িবাঁধা গাভী॥

দূরে দেখি খুলিতেছে হৃদয়ের চাবি।
গগনে পড়িয়া গেছে মেলা
নাহি আর হেলাফেলা
কৃষ্ণ মেঘ দেখা যায় আকাশের কোলে;
আনে টেনে

মঞ্জীর

ধরণীর উচ্চকিত তৃষা মেলিয়া অধীর বাহু
নবঘননীল সমারোহ।
ছন্দে ছন্দে জাগে মোহ
তরঙ্গিছে হৃদয়ের লোহু
আপনার অজানিতে রুণু রুণু শুনিতেছি বোল
মনের নূপুর মম তুলিতেছে মনে কল কলরোল

৪।৫৪

ভোরের বাঁশী

তন্দ্রা জড়ানো সকাল বেলায়
শিশু রোদ আসি' চুমা দিয়ে যায়
আধ-জাগা চোখে আধ-ভেজা আঁখি
আধ-জাগা মনে কাঁদিতেছে পাখি।
যূথিকার মালা আকাশের গলে
দুলায়ে দুলায়ে বলাকা মিশায়।
ভ্রমর-গুঞ্জন কুসুম-অধরে
কোকিল-কূজন কোয়েলা বধূরে
হৃদয়-পিঞ্জর গুমরি' গুমরে
না-বুঝা-বেদনা নয়ন ভাসায়।
সারা নিশি ধরি' পসরা সাজায়ে
নিশা-শেষে ফুল পাপড়ি খসায়।
জীবন-যামিনী আধ-জাগা ঘুমে
কাটান্থ সজনী কিসের আশায়॥

৫।৫৪

ব্যর্থ

শুধু একদিন দেখি নাই মোর
নয়ন মেলে
সেই ফাঁক খুঁজি ফাঁকি দিলে মোরে
চলিয়া গেলে।

দিবসে জেগেছে মুখর কোকিল
শুনিনি কাণে
স্বপন বুনেছে নিশীথে তটিনী
রচিনি গানে।

আকাশ জুড়িয়া রবি-শশী-তারা
যে গান গায়
ধ্বনি দ্রুত আনে তার প্রতিধ্বনি
আমারি গায়
সে বীণা-বাদন বুঝিনি তখন
বুঝিনা সে-যে
শুধু চাহিয়াছি যাবে চলি মোর
হৃদয়ে বেজে
সারা দিনমান মেলিয়া রেখেছি
জাগর আঁখি
সারা নিশি তব কায়াহীন ছবি
জাগিয়া আঁকি।

ব্যর্থ

যাবে চলি চল তনুলতা তব
বাঁকায়ে দিয়া
আঁখির মেঘেতে ঝিলিক হানিয়া
সমুখ দিয়া।
চাহিনি কঠিন বাহুর মাঝারে
আলিঙ্গনে ;
নয়ন-আগুনে মনদীপ জ্বালি,
চাহিনু মনে।
একটি নিমেষ রহিবে জাগিয়া,
জাগুক তা'ই,
একদিন-মোর-না-দেখার ফাঁকে
দেখিনু, নাই ॥

৪।৬।৫৪

লো
ক
গী
তি

১

কিসের মোর রাঁধন   কিসের মোর বাড়ন

কিসের মোর হলুদি বাটা

মোর প্রাণনাথ   অন্যের বাড়ী যায়

মোরে আঙ্গিনা দিয়া ঘাটা[১]

ও প্রাণ সজনি!

কার আগে কব দুস্কের[২] কথা।

আর যদি ছাখোং   আর যদি শোনোং

অন্য জনের সাথে কথা

এহেন যৈবন সাগরে ভাসাব

পাষাণে ভাঙিব মাথা।

ও প্রাণ সজনি!

কার আগে কব দুস্কের কথা॥

মোর বন্ধু গান গায়   মাথা তুলি না চায়

মুই নারী যাও জলের ঘাটে

থমকি থমকি হাটোং   চোখের ঈসারা করোং

তবু বন্ধু না দেখে মোরে।

ও মরি হায়রে!

বন্ধু পাগল হইতে পারে

নিদের আলিসে   হাত পড়ে বালিসে

মনে করো বন্ধু বুঝি আসে

চ্যাতন[৩] হইয়া ছাখো   বন্ধু নাই বগলেতে

প্রাণ মোর স্যাঙস্যাঙা[৪] হইচে॥

ও প্রাণ সজনি!

কার আগে কবো দুস্কের কথা॥

১ পথ ২ দুঃখের ৩ চেতনা ৪ দুঃখ-সজল

২

মুখকোনা[১] তোর ডিবো ডিবো[২]
ও ভাবী গুয়া কোনটে[৩] খালু[৪],
গালাৎ[৫] হইল রুদ্রমালার[৬]
রূপা কোনটে পাবু[৭] ?

ভাবী ও,
জোর ভুরু কপালে লেখা ও।
ও ভাবী,
দীঘল[৮] ক্যাশের[৯] মায়া,
রসিক তোমার নয়ন তারা
তোমার হিয়াৎ ছায়া,

ভাবী ও!
কাঞ্চা সোণার বরণ তোমার ও
ও ভাবী
মনত[১০] শতেক আশা।

কোন রসিয়ার বাদে তোমার
কদমতলে বাসা ভাবী ও ॥

ভাদর মাসি জল পায়া না ও
ও ভাবী!
দেহা রঙ্গে কুটি[১১]
তোমার বাজনা পাইলে কাণে
কানাই আসে ছুটি'

ও ভাবী

ও দেহা তোর রোদে না আরো[১২]

ও ভাবী দেহাৎ কোরবি ভাটী[১৩]।

রসিক কানাই ছাড়িয়া গেলে

পড়বে গলায় কাটি[১৪] ॥

ও ভাবি!

১মুখখানি ২ আরক্তিম ৩ কোথা হইতে ৪ খাইলি ৫ গলাতে, কণ্ঠে ৬ রুদ্রাক্ষের মালা ৭ পাইরি ৮ দীর্ঘ ৯ কেশের ১০ মনেতে ১১ রঙে ফুটি ফুটি, বর্ণ আরও উজ্জ্বল ১২ রৌদ্রে আরও স্নান করাইলেও ১৩ দেহ নষ্ট হইবে, ক্ষীণতর হইবে ১৪ কণ্ঠে হাড় দেখা দিবে

৩

ও মোর কালারে কালা •
ও পাড়ে বান্ধিলাম বাড়ী
কলা বাঁধলাম সারি সারি
কলার বাগুচায়[১] ঘিরিয়া লইলাম
বাহাড়ীরে[২]
ও মোর কালারে

কলার খোপে খোপে
গুয়া গাড়িয়া দিলাম
পাহান[৩] রে

বাড়ীর দক্ষিণ পাড়ে
বেল চম্পা দিলাম গাড়ি'
সেই না বকুলের মালা
দিলাম বন্ধুয়ারে
গলায় রে

বাড়ীর উত্তর পাশে
তোরষা না[৪] নদী আছে
সেই না নদী বন্ধুয়া খেওয়া[৫]
ছাওরে ॥

১ বাগানে ২ বাড়ীরে ৩ পান ৪ কথার মাত্রা মাত্র ৫ খেয়া

৪

আহারে

ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা

তুই কাঁদিস কেনে বয়ড়ার[১] গাছে পড়িয়া।

বাবার দেশের হংসা তুই

চিটুল[২] বিধুয়া[৩] মুইরে

ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা।

ওরে বাবার দেশের হংসা তুরা

মুইও হনু স্বামীহারা রে।

ওরে বাবার দেশের হংসা তুমরা

মুইও হনু স্বামীহারা রে ॥

হংসা হাত ধরন্[৪] ত' রে

হংসা পাও ধরন ত' রে

উড়া উড়া উড়া হংসা উড়া হওরে,

আকাশে পাঙ্খা মেলে

বাবার দেশে বলিয়া যাওরে

ওরে বাবার দেশের হংসা ॥

১ ফুল, বদরী ২ অল্পবয়সী ৩ বিধবা ৪ ধরি

৫

প্রাণ কান্দেন মোর মইষাল বন্ধু রে
মইষ চড়ান মইষাল বন্ধু ঘাটের উজানে
বাঙর [১] মইষের ঘণ্টির বাইজে
মন উড়াং বাইরাং[২] করেরে ॥

মইষ রাখ মইষাল বন্ধু বাড়ীর বগলেতে
মুই নারীটা দেখা দিম[৩]
সকালে বইকালেরে ॥

ভার বান্ধেন ভারাটি[৪] বান্ধেন মইষাল
ছাড়িয়া আপন মায়া
ওরে আজি কেনে দেখর মইষাল
মোক[৫] ছাড়িয়া যাবার কায়ারে[৬]

তোমরা যাইবেন দূর দেশে
আমার হবে কি
দিনে রাতে ওরে মইষাল
কাঁদি কাঁদি মরি রে ॥

১ ছোট মহিষ ২ চঞ্চল, উচাটন ৩ দিব ৪ 'ভার' কথার মাত্রা, যেমন মোটমোটারির মোটারি ৫ আমাকে ৬ ফন্দী

৬

ও কুরুয়া[১] হায় হায়

দেখাও কুরুয়া তোমার

বাবার দেশের ময়াল[২]

আর সোণার লাঙল উপার[৩] ফাল

মরি কুরুয়া

জুড়িছে মোষের হাল।

ওহে কুরুয়া হায় হায়

দেখাও কুরুয়া তোমার

বাবার দেশের ময়াল ॥

আরি পূবিয়া[৪] পছিয়া[৫] বায়[৬]

মরি কুরুয়া ধূলায় অন্ধকার ॥

মাও নাই মোর বাপো নাইরে

ভাইও নাই মোর

নাইওর[৭] নিয়ে যাবে রে

পূবালো পছিয়া বায় রে

মোর কুরুয়া হাল খানি জুড়িছেরে ॥

১ পাখীর নাম ২ সর্পবিশেষ ৩ রূপার ৪ পুবে ৫ পশ্চিমা ৬ বাতাস ৭ বাপের বাড়ী

৭

যে ঘাটে ভরিব জল
 সেই ঘাটে আছে কালারে।
যে ঘাটে ভরিব লোটা
সে ঘাটে চন্দনের ফোঁটা,
যে ঘাটে ভরিব ঘটি
সেই ঘাটে তোলো মাটি,
যে ঘাটে বাঁধিলাম বাড়ী
কলা গাড়লাম সারি সারি
 ওগো সাধের ললিতে!

কোন্ ঘাটে ভরিব জল
 আমি গো?

ও ঘাটে বাঁধিলাম বাড়ী
গুয়া গাড়লাম সারি সারি
 ওগো সাধের ললিতে!
কোন্ ঘাটে ভরিব জল
 আমি গো?

আসিবে মোর প্রাণের সুয়া
পাড়িয়া দিব গাছের গুয়া,
আসিলে মোর প্রাণের নাথ
কাটিয়া দিব কলার পাত।
 কলার পাতারে হায়!

আমরা পছিমে বন্দনা করি গো
আমরা আল্লানবী ধাম
তাহারি কারণে তাহারি চরণে
আমরা
জানাইলাম সেলাম।

আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো
ঐ না দেবীর মায়ের চরণ
তাহারি কারণে আমরা
জানাইলাম প্রণাম।

আমরা পূরব বন্দনা করি গো
ঐ না ধর্ম নিরঞ্জন
তাহারি চরণে আমরা
জানাইলাম সেলাম।

আমরা দক্ষিণে বন্দনা করিগো
ঐ না ক্ষীর নদী সাগর
সেখানে হারাইছে সেরা আলি
খেলাড়ি পথের ॥

৮

তুই কেনে কাঁদিসরে ভ্যালোয়া[১]
রাতি নিশাকালে
তোর কাঁদন শুনিয়া যে ভ্যালোয়া
মন না রয় ঘরে।
বড় বড় মাছরে ভ্যালোয়া
তোলেন বৃক্ষের ডালে
মাছ দেখিয়া নারীর মন মোর
উড়ান্ বেইড়ান্[২] করে।
সরু সুতার বাঁধন রে ভ্যালেয়া
কির কির করিয়া বসে
ওহি মত নারীর পীরিতি
দিনে দিনে বাড়ে॥

১ পক্ষীবিশেষ ২ চঞ্চল

৯

ওকি ওরে কদমের ছেঁয়া[1]
তোর তলে ভুকাও[2] বাড়া
বুক বায়া পড়ে নারীর ঘাম।
মোর দরদী হবে
বুকের ঘাম মুছাইয়ে দিবে
হায়রে হায়রে
সোনা মুখে তুলে দিবে পান।
ওরে কদমের ছেঁয়া
সবল দেখে চড়িলাম গাছে
ডাল ভেঙ্গে পড়িলাম নীচে
কোন সাথী মোর
চড়াইল পেম গাছে॥

১ ছায়া ২ ক্ষুধাতৃষ্ণা

১০

কত পাষাণ বাইন্ধাছ[১] পতি মনোতে

পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে

জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্টি ফল

(আর) আষাঢ় মাসের নয়া জল রে।

ওরে শাওন মাস গেল কন্যার

উঠিতে বসিতে রে।

পাষাণ বাইন্ধাচ পতি মনোতে ॥

ভাদ্র মাস বর্ষার শেষ

আশ্বিন মাসে আউলা[২] ক্যাশ[৩] রে।

ওরি কাতি[৪] মাস গেল কন্যার

শয়নে স্বপনে রে।

পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে ॥

অগ্রাণ মাসে হেমতি ধান

পৌষে নারীর শীতের বান রে।

ওরে মাঘ মাস গেল কন্যার

কাঁপিতে কাঁপিতে রে।

পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে ॥

ফাগুন মাসে অধিক জ্বালা

চৈত্রে নারীর বদন কালা রে;

ওরে বৈশাখ মাস গেল কন্যার

ভাবিতে ভাবিতেবে।

পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে ॥

---

১ বাঁধিয়াছ ২ এলোমেলো ৩ কেশ ৪ কার্ত্তিক

১১

নদীর পাড়ের কুরুয়া[১] রে মোর

জামের গাছের কোরা[২]

আজি কেনে কান্দেন অমন করি

চোখের জল ফেলেয়া রে

কোরা রে মুইও কাদোং

চিটুল বিধুয়া হয়য়া

ঢাল কাউয়াটার[৩] কান্দন শুনি

মনের আগুন জ্বলে

ওরে পতি যে মোর মরি গেইচে

আর নাইও ঘরে রে।

ওরে কোরারে মুইও কাদোং

চিটুল বিধুয়া হয়য়া ॥

জলে কান্দে জল (কোরারে)

ফুটিক[৪] লাগিয়া

মুই অভাগী কাদোং বসি

পতিকে হারেয়া রে।

ভাঙ্গিচে মোর মনের আশা

ভাঙ্গিচে মোর বাসা

আজি ভরা যৈবন কেম্‌নে রাখিম[৫]

পতিকে হারেয়া রে

পতিধন কোনৃটে[৬] গেইলেন

অভাগীক ফেলেয়া ॥

১ ও ২ পক্ষীবিশেষ ৩ দাঁড়কাক
৪ চাতক পক্ষী ৫ রাখিব ৬ কোথায়

১২

ওকি নাগর কানাই তুই মোরে
উজান ছাড়ি ভাটির স্থাশোৎ[১]
করলেন যায়য়া বাড়ী
ওরে যৈবোন কালে দোনো জনায়[২]
হলং[৩] ছাড়াছাড়িরে ॥
তুইও ছোট মুইও ছোট
একে বয়সের জোড়া
ওরে মইনা[৪] কইচং[৫] রসের গীতি
তুই বজাইস দোতরা রে ॥
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
(নাগর) অনেক দূরের ঘাটা
ওরে কেমন করি হইম্[৬] দেখা
ঝোরে[৭] চোখের পাতারে ॥
ভোমরা খালি উড়িয়া পড়ে
ফুলের মধুর বাদে,[৮]
ওরে তুই ভোমরার বাদে আজি
মোর বা পরাণ কান্দে রে।
নাগর কানাই তুই মোরে ॥

১ দেশেতে ২ দুইজনে ৩ হইলাম ৪ আমি ৫ গাহিয়াছি
৬ হইবে ৭ ঝুরিতেছে ৮ জন্য

১৩

ওকি তুই মোরে নিদারুণ কালিয়ারে।
লজ্জা নাইরে তোরে কালা।
লজ্জা নাইরে তোরে ॥
ওরে কাপড় চুরি করিয়া
গাছোৎ[১] তুলিয়া থুলু[২] কেনে রে
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥
হাত ধারাং[৩] তোরে কালা,
পাং[৪] বা ধারাং তোরে,
ওরে গাছের কাপড় পাড়িয়া দে তুই
যাং[৫] এলা[৬] ঘরে রে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥
একে ত শীতের দিন
তাতে আছোং[৭] জলে।
ওরে এত কষ্ট দেখিয়া কি তোর
দয়া না হয় মনে রে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়া রে ॥
দেরী কেনে করিস কালা
মানুষি[৮] বুঝি আইসে।
ওরে এত রঙ্গ দেখিয়া কি তোর
আশা না মিটেরে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥

হাতের বাঁশী ফেলিয়া কালা

কাপড় পাড়ি দে।

ওরে ডাঙ্গা উঠি কাপড় পিন্দি[৯]

যাং এলা ঘরে রে।

তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে॥

১ গাছে ২ রাখিয়াছিস ৩ ধরিতেছি ৪ পা ৫ যা
৬ এক্ষণে ৭ আছি ৮ মানুষ ৯ পরি

১৪

ফান্দে[১] পড়িয়া বগা কান্দেরে ।
ফান্দ বসাইছে ফান্দি ভাইয়া
পুটি মাছ দিয়া ।
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা
পড়ে উড়াৎ দিয়া[২] রে ।
ফান্দেতে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা
তাহারে[৩] কমুকুরার[৪] সুতা হলু[৫]
নোয়ার গুণারে[৬] ।
ফান্দোতে পরিয়া বগা
করে হায়রে হায় ।
আহারে দারুণ বিধি
সাথী ছাড়িয়া যায় রে ॥
উড়িয়া যায়রে চকোয়া পঙ্খি[৭]
বগীক[৮] বলে ঠারে[৯]
ওরে তোমার বগা বন্দী হইচে
ধর্লা নদীর পাড়েরে ॥
সেই কথা শুনিয়া বগী
দুই পাখা মেলিলি[১০]
ওরে ধর্লা নদীর পাড়ে যায়য়া
দরশন দিল রে ।
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দে রে ॥

১ ফাঁদে ২ উড়িয়া ৩ তাহাতে ৪ ছনজাতীয়
৫ হইল ৬ লৌহের গুণসম্পন্ন ৭ চখা পাখী
৮ বগীকে ৯ ইসারায় ১০ মেলিল

১৫

ওকি বাপরে বাপ ওরি মাওরে মাও

না পাং[১] মুই কামাই করিবার[২] ॥

হাল বয়য়া[৩] আসিলু[৪] বাড়ী

ঝাপি মাথাৎ[৫] দিয়া ।

অতি[৬] থো [৭] তোর লাঙ্গল যোঙ্গাল

বারা ধানেক[৮] আসিয়া ।

ওকি বাপরে বাপ ওরি মাওরে মাও

না পাং মুই কামাই করিবার ॥

বারা বানিলু[৯] ভালে করিলু

খুদি[১০] চারটা খা ।

কলসী দুইটা ভার সাজয়া[১১]

জল বুলিয়া[১২] যা ।

ওকি বাপরে বাপ ওরি মাওরে মাও

না পাং মুই কামাই করিবার ॥

জল আনিলু ভালে করিলু

ঘরের কোণাৎ[১৩] থো

তিন দিনিয়া বাসিয়া[১৪] ডোগা[১৫]

ভাল্ করিয়া ধো ॥

ডোগা ধুলু ভালে করিলু

তুই সে প্রাণের নাথ ।

চট করিয়া চড়েয়া দে তুই

দুইটা মানষের ভাত ॥

ভাত রান্ধিল ভালে করিলু
তুই যে প্রাণের পতি !
বিছনা খান পারেক[16] এলা
ছাওয়া[17] ধরিয়া শুতি[18]।
ওকি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও
না পাং মুই কামাই করিবার ॥

১ পাই ২ কাজ করিতে ৩ বহিয়া ৪ আসিলে ৫ মাথায় ৬ এখানে ৭ রাখ ৮ ধান ভানো ৯ ধান ভানিলে ১০ ক্ষুদ ১১ ভারীতে সাজাইয়া ১২ আনিতে ১৩ কোণে ১৪ তিনদিনের বাসী ১৫ পাত্রবিশেষ ১৬ শয্যা রচনা কর ১৭ সন্তান ১৮ শয়ন করি

১৬

কন্যার ওরে কন্যা !

তোর কন্যার পীরিতির আশে

বাপ ভাই কন্যা ছাড়িলু[১] হ্যাশেরে।

কন্যারে পীরিতি করিয়া

ছাড়িয়া রে গেইলেন মোকে রে॥

কন্যারে কন্যা॥

তোর কন্যার এমনি মায়া

ছাড়িতে যে না যায় ছাড়া রে।

কন্যার মায়া লাগেরে

ছাড়িয়া গেইলেন মোকে রে॥

কন্যারে কন্যা !

তোর কন্যার এমনি হানা

ভাসি যাং মুই সাগরের ফেনা রে।

কন্যারে পীরিতি করিয়া

ছাড়িয়া গেইলেন মোকে রে॥

কন্যারে কন্যা !
আজি ঘুগু না পঙ্খী হইয়া
গাছে না বসিয়া রে ।
কন্যারে বুঝাইম্ কন্যা তোক
ঐ ডালে বসিয়া রে ॥

১ ছাড়িলাম।

১৭

নাক ডাঙ্গেরার[১] বেটা টা

চোখ ডাঙ্‌রীর[২] নাতিটা

মোক ভোলালু সীমার খাড়ু দিয়া।

তকনে না কইচিস তুইরে

হাল চারিখান বলদ যত

ছেউটি[৩] গরুর নেকায় জোকায় নাই !

ওরে বাড়ী আসিয়া দ্যাখোং মুই

চাতুরালি করলু তুই

ঘরোৎ হীনা[৪] তোর ছানি দিবার নাই ॥

তকনে না কইচিস তুই রে।

মোটা চাউল খাই না

সরু চাউলের নেকায় জোকায় নাই।

ওরে বাড়ী আসিয়া দ্যাখোং মুই

চাতুরালি করিলু তুই

ঘড়োৎ হীনা[৫] তোর খুদির গুড়ায়[৬] নাই ॥

তকনে না কইচিস তুই রে

দো মহলা তে মহলা

টিনের ঘরের নেকায় জোকায় নাই।

ওরে বাড়ী আসিয়া দ্যাখোং মুই

চাতুরালি করলু তুই

গাও গড়েবার[৭] বিছানা না পাং মুই ॥

তকনে না কইচিস্ তুই রে
মোটা কাপড় পিন্দিনা[৮] না
    সরু কাপড়ের নেকায় জোকায় নাই।
বাড়ী আসিয়া দ্যাখোং মুই
    চাতুরালি করলু তুই
        বাড়ীতে তোর ফাড়া তেনা[৯] নাই ॥

---

১ ২ গালি বিশেষ ৩ ছোট ৪ কথার মাত্রা অর্থাৎ ঘরের ওখানে ৫ ঘরেতে ওখানে ৬ ক্ষুদের গুড়া পর্য্যন্ত ৭ গা গড়াইবার ৮ পরিধান করি ৯ কাপড়।

১৮

তোর্ষা নদীর উতলি পাতলি

কার বা চলে নাও।

নারীর মন মোর উতলি পাতলি

কার বা চলে নাও।

সোনা বন্ধু যাদেরে[১] মোর

কেমন করে গাও রে॥

বন্ধুয়া মোর বাণিজ[২] গেইচে

উজানীয়ার[৩] দ্যাশে।

সেই না দ্যাশে পুরুষ-পাঙ্‌খা[৪]

পরে নারীর ক্যাশেরে॥

একনা তারা দুক্‌না তারা

তারা চিল্‌ মিল্‌ করে।

এমন মজার রাতিটা মোর

মন না রয় ঘরে রে।

তোর্ষা নদীর উতলি পাতলি।

১ জন্য ২ বাণিজ্য ৩ উজানের ৪ পাখা

১৯

কালা আর না বাজান্ বাঁশরী

সাধের ঘরে আর রইতে না পারি ৷

কালা রে ।

ওরে তোর কালার ঐ বাঁশীর সুরে

নারীর মন মোর না রয় ঘরে

কেন্‌রে কালা বাজান বাঁশী

সাঁজে সকালে ।

কালা রে,

ওরে কুল গেল কলঙ্ক রইল

ওকি তুই কালা মোর গলার কাটি ।

সকাল বৈকাল কালা না বাজান বাঁশী ॥

আমি না যাব যমুনার জলে

না শুনিব তোমার বাঁশীর গান ।

ফুল ফুটিলে যেমন ভোমরা আইসে

গুণ গুণ সুরে করে মধুপান ॥

কালা আর না বাজান বাঁশরী ॥

২০

তোমরা জানিয়াও জানেন না
শুনিয়াও শোনেন না
ওকি জ্বলেয়া গেইলেন মনের আগুন
নিবিয়া গেইলেন না।
ও তোর নয়নের কাজল
তিলেক দণ্ড না দেখিলে
মনে হয় যে পাগল।
ও তোর কাঞ্চি ছাঁটা চুল
হয়না কেনে চেঙ্‌রা বন্ধু
খেইল[১] কদমের ফুল।
ও তুই নাওয়ের কাণ্ডারী।
নাও বা পাওরে নদীর ঘাটে
নাও-এর কাণ্ডারী।
ও মুই ভাবিয়া করিম কি।
ও মুই চিন্তিয়া করিম কি।
আশ পড়শি পাড়ার লোকে
ভাঙ্গিল পীরিতি॥

১ খেলা,

২১

ভাল্ করিয়া বাজান্ রে দোতারা

সুন্দর কম্‌লা নাচে।

সুন্দর কম্‌লার পায়ের খাড়ু

হাটিয়া গেইতে বাজে ॥

সুন্দর কম্‌লার কমরের শাড়ী

রোদে ঝলমল করে।

সুন্দর কম্‌লার নাকের নোলক

হাটিয়া যাইতে ঢোলে রে।

সুন্দর কমলার কাণের মাকড়ি

ঝলমল ঝল করে রে ॥

সুন্দর কমলার গালার মালা

হাটিয়া যাইতে পড়ে।

এ বাড়ী হাতে ও বাড়ী যাইতে

ঘাটায় ছিপ ছিপ পানি।

বরের ভিজিল জামারে জোরা

কইন্যার ভিজিল শাড়ী রে।

ভাল্ করিয়া বাজাওরে দোতরা

সুন্দর কমলা নাচে ॥

১২

২২

উড়াইল্ যুবতীর পায়রা রে।
পায়রা মন্দির করিয়া খালি রে।
বাপের বাড়ীর জোড়ে পায়রা
শ্বশুর বাড়ীর খোপ।
উড়িয়া গেইলেন ওরে পায়রা
দিয়া দারুণ শোক॥
কার খালু পাকা ধান পায়রা
কার করলু হানি।
উড়িয়া গেইলেন ওরে পায়রা
কোলা করি খালি॥
থির থির থির থির থির থির
কিসের বাজন বাজে।
তোরে পায়রা মারবার বাদে
কারী[১] ভাইয়া সাজে রে॥
উড়াইল যুবতীরে পায়রা
পায়রা মন্দির করি খালি রে॥
এক বাটুল মারে কারী ভাই
পায়রার বরাবরে
উড়িয়া যায়য়া পড়ে পায়রা
যুবতীর কোলে রে॥

---
১ ব্যাধ

২৩

(ওকি) কানাইরে,

কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে।

ওহো হো হো কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে।

অখুটা [১] শিমিলার[২] নাও বৈঠায় না ধরে ভাও[৩]

ওরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥

যে নাইয়ার করিবে পার

তাকে দিব আমি গলার হার রে

(ওহো) পার হইলে মুই নারী তোমারে॥

ওকি কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥

এলুয়া[৪] কাশিয়ার[৫] ফুল নদী হইল কানাই হুলুস্থুল রে।

ওরে কানাই রে।

পার হইলে করিবরে যৈবন দান রে॥

ওকি কানাই রে

কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥

১ দুর্বল ২ শিমুল কাঠের ৩ জোর ৪ উলুঘাস ৫ কাশ

২৪

ও দিদি   শোনেক একটা কথা কং
তোক্ ছাড়া আর কাক শাইকাং[১]
তুই ছাড়া আর কবার জাগায়[২] নাই
(দিদি)   বাপ মায়ের কপাল পোড়া
মোরও নারীর অল্প পড়া
সেই জন্য ভাল পাত্তর আইসে না ॥

কত আই-এ বি-এ মেট্রিক-পড়া
তার সাথে নাই নেকে[৩] জোড়া
জোড়া নোকিচে[৪] মাইনর পাশ করা ।
বিয়াও[৫] করি আনচে[৬] হাতে
নাই দেক[৭] মোক্[৮] টারী[৯] বেড়াইতে
মোক্ করিচে ধারার[১০] তলের এনৃত্বর ॥[১১]

(আর) গয়নার কথা কইলে কালে
তখনে চোখ পাকড়েয়া উঠে
কিনিয়া নাই দেয় একটা পাইসার[১২] সেন্দুর[১৩]।
বাপ মায়ের বাড়ী যায়য়া
এগুলা কথা দেইম কয়য়া[১৪]
না হয় যাইম বারানী[১৫] বানিয়া

১ মধ্যস্থ করিয়া বলা ২ জায়গা ৩ ৪ লিখিয়াছে ৫ বিবাহ ৬ আনিয়াছে ৭ দেয় ৮ আমাকে ৯ পাড়া ১০ চাটাইয়ের ১১ ইন্দুর ১২ পয়সা ১৩ সিন্দুর ১৪ কহিয়া ১৫ ধান-ভানা নারী

২৫

(পুরুষ) আইল বাঁধ কন্যা জলর ছাঁক হ
সুন্দর গায়ে কন্যা কাদো মাখ
আজি চোখ তুলি কন্যা দ্যাখ
আমার আগে হে ।
হল্‌দি গায়ে কন্যা কাদর হাতেরে
আইল বাঁধো কন্যা কিসের আশেরে
আজি কথা কও হে কন্যা
বৈদিশিয়া আগে হে ॥

(কন্যা) চোখের জলো বন্ধু জলে পইল্‌
বাঁধা জলো বন্ধু বেশী হইল্‌
আজি বাঁধ আইল্‌ বন্ধু
আটক করিবার আশে রে ।
টোপে টোপে বন্ধু জলর পড়িল্‌
অনেক কথা বন্ধু হৃদে ধরিল্‌
আজি তোমাক্‌ দেখি বন্ধু
মনের পঙ্ক্ষী হাসেরে ॥

(পু) বলো বলো কন্যা কিবা দুখ
তোলো একবার কন্যা চাঁদ মুখ
আজি নিতে পারি কন্যা কিছু
তোমার দুখ হে ॥

(ক) বন্ধুর বাদে বন্ধু কাঁদির আমি
ও বন্ধু মোর হৃদের স্বামী
আজি ভরা যৈবন বন্ধু
ছাখে অন্য লোকেরে ॥

(পু) কোন্‌টে থাকি কন্যা তোমার স্বামী
কোন্‌টে ছাখা তাহার পাব আমি
আজি কওরে কন্যা
কোন্ সে কথা আমারে ॥

(ক) উজান গ্যাছে বন্ধু বাণিজ্যের আশেরে
এলাও তার বন্ধু গামছা হাতে
আজি কতর কথা বন্ধু
কইও তাহার আগেরে ॥

২৬

আজি নদী না যাইওরে বৈদ

নদী না যাইরে বৈদ :

নদীর ঘোলার ঘোলা পানি ॥

নদীর বদলীরে বৈদ

বাড়ীতে ধোন্ গাওরে ।

আমি নারী তুলিয়ার দিব পানি ।

এক লোটা তুলিয়ারে বৈদ ।

দুই লোটা তুলিতেরে বৈদ ।

খসিয়া পড়িল গলার চন্দ্রমালা ।

বাপো নাই মোর ভাবিবেরে বৈদ

মাও নাই মোর কাঁদিবেরে বৈদ

ভাই নাই যে তুলিয়ার দিবে মালা ।

রাজ্ হংসা কাঁদন্ রে বৈদ

বাড়ী ঘর মোর না লাগে মনেরে বৈদ ।

মনটা মোর উড়াং বাইরাং করে ॥

২৭

(পুরুষ) ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল।

তিনো কন্যা জলৎ যায়

কার বা কেমন রূপ।

ওরে আগের জনা যেমন তেমন।

ও কন্যা পাশের জনা ওরে মন্দ।

মাঝের জনার কেশী খাটো।

আগের জনা ভালো কন্যা রে।

(কন্যা) কোন্‌টা ছ্যাশে ঘর বন্ধু হে

বন্ধু কিসের ব্যাপার করো

সত্য করিয়া কওরে

বিয়াও[১] নাহি করো॥

(পুরুষ) উজান্‌ ছ্যাশে ঘর কন্যা হে

ও কন্যা ভাটী ব্যাপার করি

সত্য করিয়া কহিলাম কথা

বিয়াও নাহি করি কন্যারে॥

বলদ নড়াও বলদ চড়াওরে কন্যা

বলদ মোর পোড়া।

বলদের পৃষ্ঠে তুলিয়া নিতুম

সাকিং লাগে তোর কন্যারে॥

(কন্যা) তালের মত গুয়া বন্ধুও কন্যা

কুলার মত পান।

বাটাভরা সুপারী আছে

আমার বাড়ী যান্‌ বন্ধু হে।

(পু) বন্ধু আড়িয়া ঘর কন্যা রে

ও কন্যা কোন্‌টে তোমার ঘাটা।

সত্য করিয়া কহো কন্যা

কোন্‌টে হবো ত্থাখা কন্যারে॥

(কন্যা) পূব দুয়াইরা ঘরো বন্ধু

বন্ধু পশ্চিম দিয়া ঘাটা

সত্য করিয়া কহিলাম কথা

বাড়ীতে হবো ত্থাখ্যা বন্ধু হে

১ ছলনা।

২৮

সকালে কর মোরে পার।
বেলা ডুবিলে মন হবে অন্ধকার।
অবোধ মন রে।
কিনারায় চাপিয়ে নাও
নায়ের বাদাম তুলিয়া দাও।
অবোধ মন রে।
একেতো আন্ধার রাতি,
আরো নাই মোর সংগে সাথী
পার করে দাও দয়াল গুরু
সময় বয়ে যায়।
অবোধ মন রে।
কেশীঘাট কদম্বতলা,
ঐখানে সাধুর মেলা,
ঐটে বসে অবোধ মন
কর হরি সাধনা॥

২৯

গুরু গো, তোমরা রইলেন ঘরে গো ব'সে
আমারে পাঠাইলেন বৈদেশে।
তোমার সংগে যাবো গুরু গো
সদাই আমার প্রাণ গো কান্দে।
গুরু আমায় ন্যাওনা সাথে ॥
এ দেহ খাটিছেন, গুরু গো
কামিনী কাঞ্চন লোভে
গুরু আমায় ন্যাওনা (তোমার) সংগে

৩০

মাঝি ভাই রে,

ভাল্ করিয়া মাঝি, ধর নায়ের হাল।

ভব নদীর কূলে কূলেরে

বিষম বাঘের ভয়।

গুরু শিষ্যে নাই রে দেখা

ডাকাডাকি সার ॥

ভব নদীর পারে পারে রে

ধূলায় অন্ধকার।

গুরু শিষ্যে নাইরে দ্যাখা·

ডাকাডাকি সার ॥

৩১

আরে ও নৌকা ঠেকিল বালুচরেরে।
ডুবিলরে মোর ছাউদের ডিংগারে ॥
বাপে আমাকে জন্ম নাই দেয়
জন্ম দিছে পরে।
যেদিন আমার জন্ম হইল রে
মাও না নিল ঘরে রে
ডুবিলরে মোর ছাউদের ডিংগারে

৩২

আমার গলার হার খুলে নে
ওগো ললিতে !
আমি কৃষ্ণনামে মালা গেঁথে দিব
বন্ধুর গলেতে ।
আমার হার খুলে নে,
কি ফল হবে সখি !
প্রাণবন্ধু নাই বগলে
ওগো ললিতে !

৩৩

ওরে বাছা মোর
তোতা ময়না (রে)।
গেলুরে গেলুরে বাছা গেলুরে ছাড়িয়া।
যাবার কালে গেলু বাছারে
বুকে শেল দিয়া॥
বাছা, হাতে পুষনু
দুধ ভাত দিয়া।
যাবার কালে গেলু বাছারে
বুকে শেল দিয়া॥
ওরে বাছা মোর তোতা ময়না (রে)।
কার বা কাড়িয়ে খালু
ঝোলঙ্গার গুয়া।
সে কারণে উড়িয়া গেল মোর
পিঞ্জরের শুয়া॥
কারো বা কাটিয়া খালু
ক্ষেতের পাকা ধান।
সে কারণে হারাইনু
এ সুন্দর ধন॥

৩৪

ওরে তুঁই লো আমার রসিক নাগর শ্যাম।

বাঁশির আড়ে আড়ে

বন্ধুকে দেখিবারে

কোন্ বা রসিয়ায় করে গান ॥

তুঁই লো আমার রসিক নাগর শ্যাম ॥

(আজ) যৌবনের ভাটার দিনে

তোমারে পড়িছে মনে

এই তো আমার ভগবানের দান ॥

তুঁই লো আমার রসিক নাগর শ্যাম ॥

৩৫

ও পাড়ে শিমিলার গাছ
　　তারও নাকি পঞ্চডালও সই।
তারই উপরা বইসে কাকাতুয়া।
পাড়ার পড়সী সেও
হইল পরাণের বৈরী
কার হাতে কাটাঙ্‌ বঁধুর গুয়া॥
ও পাড়ে শিমিলার গাছ
　　তারও নাকি পঞ্চডালও সই।
　　তারই উপরা বইসে কাকাতুয়া॥
ফাগুন মাসের কাঁচারে জোনাক্‌
　　দখিণা বাতাস বয়
মনের কথা যায় না চাপা
বনে ডাকে শুয়ারে॥
ও পাড়ে শিমিলার গাছ ইত্যাদি

৩৬

শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে
জল কেনে ঘোলা
জানিলে আসিনু না হয়
ঘাটত একেলা হে।
কথা ছিলো, থাইকবেন বন্ধু
ঘাটের উপরা বসি
জলের ছেঁয়ায় দিখিম নারী মুঁই
তোমার মুখ শশী হে॥
শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে॥
মোরে দেখি লাজে সূরয
মুখ ঢাকিবার চায়
মজাক্ করি ঘাটের জলত
আধার ছিটি' দেয় হে॥
শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে॥
গুয়া মুড়ি আনিছ বন্ধু
আঁচলৎ গুয়া পান।
বেজার কেনে সোণার বন্ধু
আসিয়া খায়া যান হে॥

শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে
বিয়াও করি কও হে বন্ধু
মোক্ কাঁদাইলেন আজি।
সারা জীবন কাঁদাইম তোমাক
পোড়া পরাণ ত্যাজি'।
শান-বাঁধাঘাটে বন্ধু হে ॥

৩৭

এ ভব-সংসারেরে

মন না মজিল রে।

চলো চলো দেশে যাই।

(ভাইরে) নিধুয়া পাতারে গাছ

তারও হইল শত ডাল

(ওরে) সেই ডালে বগিলারে করিছে বাসা ॥

আহারের কারণেরে

জমিনে নামিলরে

সেও বন্দী মায়ার জালে ॥

এ ভব-সংসারেরে

মন না মজিল রে।

চলো চলো দেশে যাই ॥

অখুটা শিমিলার নাও
টলমল করে গাও
বত্রিশ-বাঁধা, খসিয়া পড়েরে জোড়া।
(মন)   মন-কাষ্ঠের নৌকাখানি
(আর)   পবন-কাষ্ঠের বৈঠাখানি
সেও ঠেকিল বালুচরে ॥
এ ভব-সংসারেরে ইত্যাদি

৩৮

তবে তারে কে করে যতন।
বশীভূত হত যদি আপনার মন ॥
(ওই) তবে তারে কে করে যতন।
প্রথম মিলন কালে
হাতে শশী আনি' দিলে।
প্রেম-জালে ফেলি' দিয়া
পলায় যে জন ॥
তবে তারে কে করে যতন ॥

৩৯

ওরে পঁছিয়া বাতাস

তুই বড় নিদয়া রে।

সোণার চাঁদোক্ দিলু বড় দুখ।

নিধুয়া পাতারত ক্ষেত

ঘাসত ভরিছেরে

না নিড়াইলে মনত নাইরে সুখ॥

ঐ না ক্ষেত নিড়ায় চাঁদ মোর

ভরা দুপুরেরে।

রইছে সোণার পুড়ি' গেইছে মুখ।

তিয়াষে ফাটে বা চাঁদের ছাতি

ফাটিছেরে।

ঘরের ভিতরা কেমনে বাঁধি

রঙ্ বুক॥

৪০

কোন্ ঘাটা দিয়ারে নদী
কোন্ বা দিকে যাওঁ।
সেই দিকে যাইতে কি নদী
বন্ধুর দেখা পাওঁ॥
তোমার জলে নৌকা ছাড়ি'
বন্ধু হইলেন দেশান্তরী
কোন্ বা বন্দরের ঘাটে
ভিড়িল সাধুর নাও।
মুই নারী কান্দিয়ারে[১]
পন্থের[২] দিকে চাওঁ॥
বাপো মায়ের ত্যাশ ছাড়িয়া
যাইতে পতির ত্যাশ।
বাউরা[৩] তুমি হইলারে নদী
আউলাইন[৪] তোমার ক্যাশ।
চিকণ তোমার জলের ডাঙ্[৫]-এ
(নদী) আষাঢ় মাসে কাছাড়[৬] ভাঙে
জ্যাঠ মাসে নাও ডুবাইতে
রুখি আইসে বাও
মুই নারী কান্দিয়া যে
পন্থের ভিতে চাওঁ॥

১৫

(ও নদীরে) দেখা হইলে বন্ধুর
কইও কথা দুই চারি
(ও নদীরে) ছাড়লেন যারে
চায়া রয় সেই নারী ॥
নিন্[7] ভুলি যায়
চুলক্ না তায় বান্ধে।
ওরে জলোক্ যায়া
ঘাটোৎ বসি' কান্দে
ওরে কাঙ্খের কলস
চোখের জলে ভরি'
ফিরি' যায় বাড়ী ॥

১ কাঁদিয়া ২ পথের ৩ পাগল, অতি চঞ্চল ৪ আলুথালু ৫ আঘাতে ৬ পাড় ৭ নিদ্রা

৪১

ওরে চাষী ভাই।

এতটা হইলো বেলা

ভাঙিল না তোর ঘুম।

ও তোর পাশের বাড়ীর

ছ্যাখনা চায়ারে

পড়িছে খুসীর ধুম॥

ওরে চাষী ভাই

এতটা হইলো বেলা

ভাঙিল না তোর ঘুম॥

বৈশাখ মাসে নূতন জলে

ব্যাঙের মাতামাতি।

রইদ পড়িছে লাঙলের ফালে

(শুধু) কাটিল না তোর রাতি।

তোর গায়েরই ঘাম ঝরিয়া

আছে ধানের শীষ ভরিয়া

জাগা ঘুমে তুলিস্ মিছারে

আকাশ কুসুম॥

ভাঙিল না তোর ঘুম॥

ওরে চাষী ভাই ইত্যাদি

৪২

ঢাল খোপা সুন্দরী মাঁই

ও তোর মুচকিমারা হাসিরে

মন ভোলাল চোখের ঈসারায়।

ওহো মাঁই হে।

মনোত[১] মোর একনা[২] কথা

ঘুটঘুটিয়া থাকে

স্ফুট করিয়া অকনা[৩] কথা

শুনিয়া যাও মোরে রে॥

ওহো মাঁই[৪] হে।

খিটখিটিয়া মুখের হাসি

মন করিলু চুরি।

মধুর লোভে ভোমরা আসি

করে পাকাপাকি॥

মঞ্জীর

ওহো মাঁই হে।

যেমন ঢপের মাঁই কোনো তুই

সিঁথা পাটিপারা।

নাক জুড়ি কইতরের মতো

আমরা হচি জোড়া॥

১ মনেতে ২ একটি ৩ সেই ৪ কন্যা

৪৩

আরে ওরে প্রাণের কন্যা
না করি আর বৈদেশা পিরীতি ।
তোমার সাথে পিরীত করি’
কান্দেতে হবে জনম ভরি’
রাত পোহাইলে যাব নিজ দেশে ॥
দিন হাটার পূবে বাড়ী
ভাঙ্‌নী তালুকে বসতি করি রে ।
আমরা হলং খাঁটি কুচবিহারী ॥
আমার দেশের ভাওয়াইয়া গান
আরও দোতরার থিরল ডাং রে
সেই না গানে বুঝি মন হরিয়া নিচে রে ॥
তুমরা হলেন ভাটী দেশী
আমরা হলং কুচবিহারী
কেনে কন্যা পিরীতি করির চান ॥
পিরীত করিয়া যে জন ছাড়ে
দোতরার ডাঙে হিয়া ঝোরে
বুক ভাঙে তার ভাওয়াইয়া গানের সুরে ॥

৪৪

বন্ধুধন তুমি আমি শিশুকালে
খেলা খেলাচি একে সাথে
    ইস্কুল পড়চি দিনহাটার বন্দরে।
কত পরীক্ষায় পাশ করিয়া
ম্যাট্রিক পরীক্ষাৎ ফেল করিয়া
    ইস্কুল ছাড়লাম মনের দুঃখতে ॥

বাপো মায়ের মন হ'ল ব্যাজার
মোক্ ইস্কুল যাবার না দে আর
    আরও না দে মোক্ বাড়ীর বাহির হতে।
বন্ধুধন না দেখিয়া তোমার মুখ
ভাঙ্গে মোর নারীর বুক
    মন কান্দে মোর তোমার বাদে ॥

তোমরা ইস্কুল ছাড়ি' কলেজ গেইলেন
    চলিয়া গেইলেন দিনহাটা ছাড়িয়া।
বন্ধুধন সদায় সদায় চিঠি পাঠাং
তেওঁ বন্ধু তোর খবর না পাং
    মোক ভুলিলেন বি-এ পাশ করিয়া ॥

তোমরা করলেন বি-এ পাশ
মোর করলেন সর্বনাশ
    পিরীত করি ছাড়িয়া গেইলেন মোরে।
বিয়াও যদি না করেন মোকে
সত্য নষ্ট করলেন ক্যানে
    কলঙ্ক রইল জগতের মাঝারে ।।

ব'স হইল মোর ১৮ বছর
না আইসে মোর বিয়ার খবর
    তেঁই বন্ধু অদুয়া কর‍্লু মোকে ॥
দিনে দিনে যৈবন বাড়ে
দুক্ষের কথা কং কারে
    যৈবন-জ্বালায় না পাং থাকিতে ॥

———————

পরিচিতি

সূত্র	১
মধুবাস	২
হৃদয়-বরষা	৫
চিত্র	৯
উদয়	১৬
খেলা	১৭
উপেক্ষা	১৮
অনাবরণ	১৯
কণ্টকহার	২০
অবহেলা	২৪
রঙ্গ	২৫
পূরবী	২৬
নিকট-দাহ	২৭
সত্যরূপ	২৮
সাধ	৩১
মিলন	৩২
গড্ডালিকা	৩৩
সন্ধ্যা	৩৪
বিচিত্রা	৩৬
জোয়ার	৩৮
চলার পথে	৪৪
বিরহ যমুনা	৪৫
মিলন সন্ধ্যা	৪৬
নিজমনে	৫১
চিরন্তনী	৫৩
নূপুরের বোল	৫৫
ভোরের বাঁশী	৫৮
ব্যর্থ	৫৯
লোকগীতি	৬১—১১৭